সকালের শিরোনাম

বুধবার

প্রমাণ করতে হবে গোটা দেশ একত্রিত, 'বিশেষ' পদক্ষেপ চেয়ে মোদিকে চিঠি রাহুলের • পৃষ্ঠাঃ ০৫ •
ভারতের রাফালে বিমান গুলি করে নামিয়েছে পাকিস্তান! সত্য প্রকাশ্যে আনল মোদি সরকার • পৃষ্ঠাঃ ০৫ •
সুপার কাপে সেমিফাইনালে মোহনবাগান বনাম গোয়া ম্যাচ,কখন-কোথায় দেখবেন! • পৃষ্ঠাঃ ১২ •

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ৩০ এপ্রিল ২০২৫ • বর্ষঃ- ০২ • সংখ্যাঃ- ৩৪৫ • মূল্যঃ- ০৫ • Title Code - WBBEN16056 • DL.No - 250, Dated : 03-05-23 • www.sakalershironam.com • sakalershironam@gmail.com

'বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক পাকিস্তান', রাষ্ট্রসংঘে পাক মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি তুলে তোপ ভারতের — আজকের খবর

২ পেরিয়ে ৩-এ পা

সকালের শিরোনাম

সেনাকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' মোদির, প্রত্যাঘাত কি শীঘ্রই ?

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে ভারত কবে প্রত্যাঘাত করবে, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খেয়েছে দেশজুড়ে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকশেষে মোদির বাসভবনে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রানুসারে, মোদি বৈঠকে সেনার উপরে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। এবং সেই সঙ্গে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রত্যাঘাতের। প্রসঙ্গত, এদিনের বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান উপস্থিত ছিলেন।মঙ্গলবারই পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাকড় চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এদিকে এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের জরুরি বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সোমবারও এই একই ধরনের বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। তবে আজই সেনাকে প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন বলে সূত্রের দাবি।যার পরে প্রশ্ন উঠছে, এবার কি প্রত্যাঘাত স্রেফ সময়ের অপেক্ষা? এদিকে হামলাকারীদের খোঁজে বর্তমানে কাশ্মীরের চারটি জায়গায় একযোগে চলছে অভিযান। মঙ্গলবারই এমনটা জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। এদিন সকাল থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার ইয়ারওয়ান জঙ্গলে নতুন করে অভিযানে নেমেছে ভারতীয় জওয়ানরা। এর আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের অন্য দুটি এলাকায় হামলাকারীদের খোঁজে শুরু হয়েছিল সেনা অভিযান। সেই দু'টিও এখনও শেষ হয়নি। তাই সব মিলিয়ে কাশ্মীরের বুকে এখন মোট চারটি অভিযান চলছে।উল্লেখ্য, কাশ্মীরজুড়ে আরও বড়সড় হামলার ছক কষছে জঙ্গিরা! এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। এরপরই কাশ্মীরের ৮৭টি পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিই বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাশ্মীর সরকার।

মহাযজ্ঞে মা-মাটি-মানুষ গোত্রে পুজো দিয়ে ধর্মীয় মিলনের বার্তা ‘মমতার’

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
দিঘা

সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষ এসেছেন এখানে। ধর্ম তো মুখে প্রচার করে হয় না। ধর্ম মানে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া। মা-মাটি-মানুষ ভাল থাকলেই, আমি ভাল থাকব। তীর্থস্থান সবার জন্য। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগে আজ মহাযজ্ঞে মা-মাটি-মানুষ গোত্রে পুজো দিয়ে ধর্মীয় মিলনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পূর্ণাহুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মহাযজ্ঞের পরে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, নিজের গোত্রে পুজো দেন না। বরং চিরকালই ‘মা-মাটি-মানুষ’ গোত্রে পুজো দিয়ে এসেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের ভালো হলেই নিজের ভালো হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। যে সাধারণ মানুষ বুধবারই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে দর্শন করতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। আর তারপর থেকে জগন্নাথ প্রভুর দর্শন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

বুধবারের অনুষ্ঠানসূচি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষ্মবুধবার দুপুর ২ টো ৩০ মিনিট থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। দুপুর তিনটেয় দ্বারোঘাটনের অনুষ্ঠান হবে। দ্বারোদ্ঘাটনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।ক্ষ্ম বুধবার মেগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে আজ(মঙ্গলবার) দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে ধ্বজা ওড়ানো হয়। মহাযজ্ঞেও যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ণাহুতির পরে শরবতের গ্লাস তুলে দেন পুরোহিতদের হাতে। যাঁরা দিঘায় জগন্নাথ দেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আচার-অনুষ্ঠান পালনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পুরোহিতদের হাতে শরবত তুলে দেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ যখন মহাযজ্ঞ হল, তখন পুরোহিতরা আমার গোত্র জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওঁরা আমার গোত্র জানেন। আমি আমার গোত্রে পুজো করি না। আমি পুজো করি সবার জন্য - মা-মাটি-মানুষ গোত্রে। এটা আমার চিরকালের অভ্যেস। সব মা-মাটি-মানুষ ভালো থাকলে আমি ভালো থাকব। তাই সবার হয়ে অর্পণ করা হল। সেইসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকেও খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে সব ধর্ম, সব বর্ণের মানুষরা এসেছেন। তাঁরা সকলেই অতিথি। আর মুখে প্রচার করে ধর্ম পালন করা যায় না। ধর্ম হল একটা জিনিস, যা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একদিকে দেবতার আরাধনা, অন্যদিকে মানুষের মিলনক্ষেত্র রূপে সেজে উঠেছে দিঘার সমুদ্রসৈকত। বাংলার গর্ব, সংস্কৃতি আর সম্প্রীতির মিলনস্থল হয়ে উঠছে নবনির্মিত দিঘার জগন্নাথধাম। তাঁর পাদস্পর্শে সমৃদ্ধ হবে এই পুণ্যভূমি। ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরব আর বিশ্বাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে সমুদ্র শহর দিঘার মাটিতে। প্রভু জগন্নাথদেবের আগমন ঘিরে রীতি মেনে চলছে হোম-যজ্ঞ, পূজা, শঙ্খধ্বনি। কলিঙ্গ শৈলীর সূক্ষ্ম ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা দিঘার জগন্নাথদেবের মন্দির কেবল স্থাপত্যই নয়; এটি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আবেগের মূর্ত প্রতীক। গতকাল তিনি বলেছিলেন, আজ দিঘার নবনির্মিত প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির সরেজমিনে পরিদর্শন করলাম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করলাম। আগামিকাল মহাযজ্ঞ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। আধ্যাত্মিকতার আলোয় এবং সমুদ্রের সৌন্দর্যে বাংলার পুণ্যভূমি আন্তর্জাতিক পর্যটনক্ষেত্র রূপে ধরা দেবে বিশ্ববাসীর মনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার কৃষ্টি, সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনে চির আবদ্ধ থাকব আমরা। মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মন্দিরে পৌঁছে তিনি যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ক্ষ্মজগন্নাথ মন্দির চত্বরের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হবে এবং এই বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।ক্ষ্ম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন তৃণমূলের একঝাঁক নেতা, সাংসদ, বিধায়ক। রয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জুন মালিয়া,

বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মূল যজ্ঞমঞ্চের অদূরে মঞ্চে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। টলিউডের নামী প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী, অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক অরিন্দম শীল, দেবলীনা কুমার, শিল্পপতি রুদ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে দেখা গিয়েছে মন্দিরের কাছে তৈরি মঞ্চে। মমতা বলেন, বুধবার অনুষ্ঠান আছে। সে জন্য অদিতি (মুন্সি, গায়িকা, বিধায়ক) এসেছে। ডোনা গাঙ্গুলি, জিৎ গাঙ্গুলি এসেছে। দেব, রচনা, দেবলীনা, সকলেই এসেছে।

জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

সবই ভোটের রাজনীতি, এটা হচ্ছে ভগবানকে ঘুষ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সবই ভোটের রাজনীতি। আমার মনে হয় ভগবান জগন্নাথ সব জানেন, কার মনে কী আছে! তাঁকে বোকা বানানো যাবে না। এভাবেই দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উৎপাদনের ঠিক আগের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই মন্দির তৈরির নেপথ্যে ‘ভোট রাজনীতি’ রয়েছে বলে তোপ দাগলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ। রাজ্যের শাসকদল মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বলেও ফের একবার অভিযোগ এনেছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। তিনি বলেন,

আমরা তো চাই ওরা ধর্মের কথা বলুক। এত অধর্ম করছে, দুর্নীত করছে। এটা হচ্ছে তাই, ভগবানকে ঘুষ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। ভগবানের মন্দির বানিয়ে দিচ্ছে মানেই যে সব পাপ ধুয়ে গেল..এমনটা হবে না। এই পাপ ধোবে না এত সহজে।ক্ষ্ম তবে এর আগে দীঘার জগন্নাথ মন্দির প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আমি ভগবানে বিশ্বাসী। সুযোগ পেলে আমিও দিঘায় জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে যাব। জগন্নাথ দেব অতদূর সেই পুরী থেকে এখানে এলেন আর আমি এটুকু পথ যেতে পারব না!ক্ষ্ম সদ্য বিয়ে করেছেন দিলীপ ঘোষ।

বিয়ের পর এদিনই কার্যত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বের হলেন দিলীপ ঘোষ। বিবাহিত জীবন কেমন কাটছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ক্ষ্মদারুন। এখানে সবাই যেমন বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন আমারও তেমন কাটছে। স্ত্রীর হাতে বিশেষ কোন রান্না খেলেন? দিলীপ বলেন, এখনও পর্যন্ত উনি রান্না ঘরে ঢোকেননি। এই আজ আমি ঘর থেকে বেরলাম। এবার উনি রান্নাঘরে ঢুকবেন।ক্ষ্ম

আগামীকাল পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। এই মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই উন্মাদনা বেড়েছে। কোথাও অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য লগ্নে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থা করা হয়েছে যজ্ঞের, আবার কোথাও ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ পুজো-পাঠের। এদিকে জগন্নাথ মন্দিরের ‘গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে’ বাংলার রাঢ় জেলা বাঁকুড়া থেকে আসছে প্রায় তিন হাজার লাল-সাদা পদ্ম। দেশের বিভিন্ন পুণ্যক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছে জল।

সেই জল দিয়ে ইতিমধ্যে কলস যাত্রা করা হয়েছে। এবার আজ মঙ্গলবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞের জন্য শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্নার জল আনা হয়েছিল। এছাড়াও বাঁকুড়ার ছাতনা এলাকা থেকে আনা হয়েছিল লাল ও সাদা রংয়ের তিন হাজার পদ্ম।

একই দিনে শুভেন্দুর ‘সনাতনী হিন্দু সম্মেলনে’ ছাড় হাইকোর্টের

ধোপে টিকলো না রাজ্যের আপত্তি

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

ধোপে টিকলো না রাজ্যের আপত্তি। বুধবার দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনে কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারীর সনাতনী হিন্দু সম্মেলন করার জন্য অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিনেই কাঁথিতে ‘সনাতনী হিন্দু সম্মেলন’ করার অনুমতি চেয়ে এর আগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তিনি গিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শুভেন্দু অধিকারীকে ‘সনাতনী হিন্দু সম্মেলন’-এর অনুমতি দিয়েছেন। তবে সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্য সরকার। বুধবার দিঘায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মন্দিরের উদ্বোধন হবে। জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গোটা দিঘা

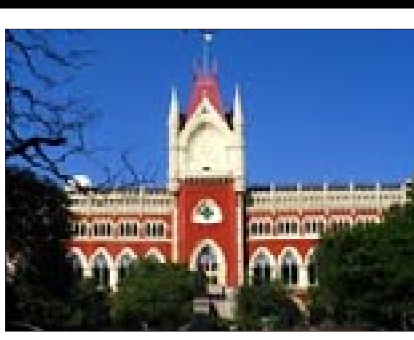

সাজিয়ে তোলা হয়েছে রঙিন আলোয়। বুধবার রাজ্যের এই সৈকতনগরীতে চাঁদের হাট বসবে এই মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে। এদিকে, একইদিনে কাঁথিতে ‘সনাতনী হিন্দু সম্মেলন’ করতে চলেছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে পুলিশের কাছে এই সম্মেলনের অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি। পুলিশ তাঁকে সেই অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। মঙ্গলবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি অনুমতি দিয়েছেন। বিজেপি নেতাকে বেশ কিছু শর্তও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। সর্বোচ্চ ৩০০০ লোক নিয়ে এই সভা করতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্য সরকার। আজই সেই মামলার শুনানিও হতে পারে।

এর আগে হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল, ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আসার কথা রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণেই দিঘায় ৩০ এপ্রিল বুধবার প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারীর সেই কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হতে পারে। এই যুক্তি দেখিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারীর ৩০ এপ্রিলের কর্মসূচিতে আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যের সেই আবেদনে সাড়া দেননি। শর্তসাপেক্ষে বুধবার শুভেন্দু অধিকারীকে কাঁথিতে ‘সনাতনী হিন্দু সম্মেলন’ করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।

আধিকারিকের বিরুদ্ধে পোস্টার, দোষীদের ধরতে পারল না কোটি টাকার সিসি ক্যামেরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

মালদা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক কখনোই পিছু ছাড়েনি। এবার ফের নয়া বিতর্কের সূচনা করল পোস্টার কাণ্ড। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে পোস্টার পড়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কোটি কোটি টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আইসির বিরুদ্ধে পোস্টার কে বা কারা মারল তা কর্তৃপক্ষের নজরে এল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও আইসির বিরুদ্ধে পোস্টারিং এর বিষয়টি কিছু জানা নেই বলে দায় এড়িয়েছেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। গৌড়বঙ্গের ইতিহাসে কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ার ঘটনা এই প্রথম। শনি ও রবিবার বন্ধ ছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের চোখে পড়ে বেশকিছু পোস্টার। পোস্টারগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সমূহের নিয়ামক তথা আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর নামে বিতর্কিত কথাবার্তা লেখা হয়েছে। বেশকিছু পোস্টারে তার ছবি দেওয়া রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত দাবি করা হয়েছে। পোস্টারগুলিতে নীচে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এমনটাই লেখা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচে কেনা অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। তা সত্ত্বেও কে বা কারা এই পোস্টারগুলি লাগিয়েছে, এই ব্যাপারে তদন্তের দাবি করেছে শিক্ষক সংগঠনের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবেশদ্বার, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি জায়গায় এই পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছে। পোস্টারগুলিতে বিএড কলেজগুলির নজরদারির দায়িত্বে থাকার সময়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। কম যোগ্যতা সত্ত্বেও আধিকারিক পদে নিয়োগের অভিযোগের তদন্তের দাবি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে আসা দুর্নীতির চিঠি প্রভাবশালীর যোগসাজসে চেপে রাখা হয়েছে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই ব্যাপারে উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘এই ধরনের ঘটনা আমার জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কেউ জানাননি।’ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার গৌড়বঙ্গ ইউনিটের সম্পাদক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। কারও যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তা জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তা না করে একজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে পোস্টারিং করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানের সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই ফুটেজ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নাম করে কারা এটা করেছে তার রহস্য উদঘাটনে আমরা উপাচার্যের কাছে তদন্তের দাবি জানাব।’

পোস্টার কাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের নাম জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের বক্তব্য, ‘পোস্টারে তৃণমূলের ছাত্রছাত্রীদের কথা উল্লেখ নেই। তাই এই দায় আমাদের নয়।

ছাত্রছাত্রীদের নাম করে যারা আইসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে পোস্টার লাগিয়েছেন, তাদের নির্দিষ্ট ফোরামে অভিযোগ করা উচিত।’

ভিনরাজ্যে নজরে দুই জেলায় বিশেষ সম্প্রদায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মানিকচক

মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং ভূস্বর্গে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের খুনের ঘটনার পর থেকে দেশে তৈরি হয়েছে এক অরাজকতার পরিবেশ। শুরু হয়েছে ধর্মের নামে ভেদাভেদ ও বিভাজন। অভিযোগ, এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পরিযায়ীদের নিশানা করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে নির্যাতনের। পুলিশের ধরপাকড় চলছে। মুম্বই ও পুনেতে বহু বছর ধরে ফুটপাথে ব্যবসা করছেন মালদার মানিকচক ও কালিয়াচকের একশ্রেণির মানুষ। গত কয়েকদিন ধরে তাদের উৎখাত করতে নেমেছে বিশেষ কয়েকটি সংগঠনের সমর্থকরা। উৎখাতের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হচ্ছে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই সব পোস্টের সত্যতা যাচাই করে দেখেনি)। প্রাণভয়ে ভিনরাজ্য থেকে পালিয়ে আসতে শুরু করেছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী, ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। এই নিয়ে সরব হয়েছে বামেরা। তাদের দাবি, বিজেপি ভেদাভেদ ও বিভাজনের রাজনীতির খেলায় মেতেছে। তাদের প্রশ্ন, এই চরম অরাজক পরিবেশে পরিযায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন কোনও পদক্ষেপ করছেন না। সিপিএম জেলা নেতৃত্ব দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, ‘দেশজুড়ে যে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে তার জন্য দায়ী বিজেপি ও আরএসএসের বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থকরা। অত্যাচারে বাধ্য পরিযায়ীরা পালিয়ে আসছেন। তাদের জন্য রাজ্য সরকার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেয়নি।’ তাঁর দাবি, ‘মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অস্থিরতা বিজেপি ও তৃণমূলের পরিকল্পিত ফল।’ ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে এক হাত নেন বিজেপি ও তৃণমূলকে। দেবাঞ্জন বলেন, ‘ধর্মের মেরুকরণের মাধ্যমে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চাইছে বিজেপি ও তৃণমূল। আর তাদের পরিকল্পিত ফল বর্তমানে ধর্মের নামে ভেদাভেদের রাজনীতি।’

দুই পরিযায়ীর দেহ ফিরল গ্রামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

সোমবার সাতসকালে ভিনরাজ্যে থেকে চাঁচলের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ ফিরল নিজ নিজ গ্রামে। মরদেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। মৃত পরিযায়ীর নাম আব্দুর রহিম(২০)। বাড়ি চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হজরতপুর গ্রামে। অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম জামাল হোসেন(৪০)। বাড়ি চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালিগঞ্জ গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা যায়, আব্দুর রহিম মুম্বইয়ে এক ঠিকাদার সংস্থার অধীনে টাওয়ারের কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। শনিবার দুপুরের দিকে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে যান। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ময়নাতদন্তের পর কফিনবন্দি মরদেহ বিমানে কলকাতা পৌঁছায় রবিবার রাতে। কলকাতা থেকে সড়কপথে অ্যাম্বুল্যান্সে করে রহিমের মরদেহ সোমবার সাতসকালে হজরতপুর নিজ গ্রামে এসে পৌঁছায়। পরিযায়ী শ্রমিক জামাল হোসেনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সে হরিয়ানায় একটি মাংস কারখানায় শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিল। শুক্রবার কারখানায় কর্মরত অবস্থায় দেখতে পান তার এক সহকর্মী পা পিছলে কুয়োতে পড়ে যান। সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে জামাল নিজেও কুয়োতে পড়ে মারা যান। ময়নাতদন্তের পর জামালের কফিনবন্দি দেহ হরিয়ানা থেকে সড়কপথে নিজ বাড়িতে পৌঁছায়। চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি বলেন, ‘মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার সরকারি প্রকল্পের সব সুযোগসুবিধে যাতে পান সেটা প্রশাসনের তরফে দেখা হবে।’

রক্ত অপচয় রুখতে স্পেশাল উইং, কঠোর হচ্ছে মালদা জেলা প্রশাসন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আরও কঠোর হচ্ছে মালদা জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে বেনিয়মের অভিযোগে একাধিক নার্সিংহোম বন্ধ করা হয়েছে। করা হয়েছে জরিমানাও। সোমবার ফের একাধিক নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে মালদা জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি জেলার রক্তসংকট মেটাতেও একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। রক্তের অপব্যবহার রুখতে গঠন করা হচ্ছে সার্ভেলেন্স টিমের স্পেশাল উইং। সোমবার মালদা শহরের টাউন হলে প্রথমে রক্তের সংকট মেটাতে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শিবিরে জেলার রক্তসংকট মেটাতে কী কী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা হয়। মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও বৈঠকে উঠে আসে। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে এনিয়ে নিজে আলোচনার কথা জানান জেলা শাসক। নার্সিংহোমে রক্তের অপব্যবহারের অভিযোগও উঠে আসে বিভিন্ন এনজিওর তরফে। রক্তের অপব্যবহার রুখতে সার্ভেলেন্স টিমের স্পেশাল উইং তৈরির কথাও জানান জেলা শাসক।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রায় ৪৬ জন ছাত্রীর টাকা গায়েব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মানিকচক

এবার কন্যাশ্রী টাকা গায়েব। যেখানে কন্যাশ্রী মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের প্রকল্প, সেখানে ৪৬ জন ছাত্রীর কন্যাশ্রীর টাকা গায়েব। মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ উঠে ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক তথা মানিকচক ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুনন্দ মজুমদারের বিরুদ্ধে।

কন্যাশ্রী দুর্নীতিতে নাম জড়ায় সেই স্কুলের অস্থায়ী কর্মী লিটু মমিন ও এক পার্শ্ব শিক্ষকেরও।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে বঞ্চিত ছাত্রীরা মানিকচক ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। এমনকি সহকারি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায়ও লিখিত অভিযোগ জানান। তবু দীর্ঘ চার মাস কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত ছাত্রীরা। সোমবার এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে ছাত্রীদের বাড়ি যান। তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক বাদিউজ্জামান উপস্থিত না থাকায় তার সঙ্গে ফোন মারফত কথা বলেন রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে এবং তড়িঘড়ি বঞ্চিত ছাত্রীদের কন্যাশ্রী টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। পুলিশ প্রশাসন

কন্যাশ্রীর টাকার দাবিতে স্কুল চত্বরে ধরনায় বসেন।

হকের টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে চলে জোড় স্লোগান। প্রধান দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আইনজীবীদের সঙ্গে আইনি পরামর্শ নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক।

হাসপাতালের দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হবিবপুর

মুমূর্ষু রোগী চিকিৎসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বাইরে। তখনও খোলেনি হাসপাতালের সদর দরজা। দু'জন ধরে রেখেছেন রোগীকে। শুধু তাই নয়, আরও অনেকেই চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন। ঘড়ির কাঁটায় সময় হলেও তখনও কোনও চিকিৎসক বা কর্মী পৌঁছাননি। পরিষেবা সময়মতো না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। বাধ্য হয়ে হাসপাতালের সদর দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। সেসময় সেখানে পৌঁছান কর্তব্যরত নার্স। তিনি আসতেই মুমূর্ষু রোগীকে ভেতরে নিয়ে যান। নার্স ওই রোগীর চিকিৎসা করেন। কিন্তু হাসপাতালে আসেননি চিকিৎসক। এমনই অবস্থা হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।

খাতায়- কলমে চিকিৎসক থাকলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আসছেন না। বাধ্য হয়ে একজন নার্স ও ফার্মাসিস্ট চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। হাসপাতালে চিকিৎসকের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এবিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বাবর আলি জানান, 'কোনও লিখিত অভিযোগ পায়নি। ডাক্তারের সঙ্গেও কোনও কথা হয়নি। সেখানে কর্তব্যরত নার্স ফোন করে বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। চিকিৎসককে শোকজ করা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।' হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এলাকার তিনটি পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। হাসপাতালে বেড থাকলেও তা চালু হয়নি। ফলে বর্তমানে হাসপাতালটিতে শুধুমাত্র বহির্বিভাগ পরিষেবা চালু রয়েছে। একজন চিকিৎসক, একজন নার্স ও একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। সপ্তাহে তিনদিন চিকিৎসক যেতেন গত প্রায় দুই মাস আগে। বর্তমানে চিকিৎসক আসছেন না। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা সামাল দিতে হচ্ছে নার্স ও ফার্মাসিস্টকে। হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো ও চিকিৎসকের দাবিতে স্থানীয়রা বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। ব্লক থেকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।

বর্তমানে চিকিৎসকও আসছেন না। পরিষেবা মিলছে না । স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক সিংহ জানান, 'এখানে চিকিৎসক পোস্ট রয়েছে। কিন্তু তিনি আসছেন না। হাসপাতালে বেড থাকলেও চালু হচ্ছে না। আমরা বহুবার স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছি। আমরা চাই, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা স্বাভাবিক হোক।' স্থানীয়রা জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও শুধুমাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টা পরিষেবা মিলে। বহির্বিভাগে নার্স ও ফার্মাসিস্ট পরিষেবা দেন।

কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনওরকম পরিষেবা পাওয়া যায় না সময়ের পরে। এনিয়েও ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

পারিবারিক বিবাদ মেটানোর নামে সালিশি সভা, নিদান অমান্যে শিক্ষকের বাড়িতে 'আক্রমণ' মাতব্বরদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বা পারিবারিক বিবাদ মেটানোর নাম করে সালিশি সভা বসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করছেন গ্রামের মস্তান ও মাতব্বররা। অন্ধকারে রাখা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন ও আইনকে। সালিশি সভার নিদান না মানলে অত্যাচার শুরু হয়। রবিবার এমন একটি ঘটনা হয়েছে রায়গঞ্জের পদ্মপুকুর এলাকায়। গত বছর অক্টোবর মাসে ওই এলাকার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে গ্রামের মস্তান ও মাতব্বররা ছয় লক্ষ টাকা জরিমানা করে। শিক্ষকের পরিবার বিজেপি করায় তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এলাকার শাসকদলের নেতারা। বাধ্য হয়ে দোষ স্বীকার করে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা দেয় ওই শিক্ষক। বাকি টাকা পরে দেবে বলে জানান তিনি। কিন্তু এরপর ওই শিক্ষকের পরিবার বুঝতে পারে তাঁদের সঙ্গে এটা অন্যায় হচ্ছে। তাই টাকা দিতে অস্বীকার করে পরিবার। এরপর নেতারা পরিবারের ওপর চাপ, কটূক্তি ও ভয় দেখানো শুরু করে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ না হওয়ায় রবিবার রাতে ওই শিক্ষকের পরিবারের ওপর চড়াও হয়। ঘটনার পর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ওই শিক্ষকের পরিবারের সদস্যরা। ওই পরিবারের সদস্য সুকান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'নেতারা চাপ সৃষ্টি করে গত অক্টোবর মাসে দুই লাখ টাকা নিয়েছে। আরও চার লাখ টাকার দাবি করছেন তারা। কিন্তু টাকা না দেওয়ায় প্রতিদিন হুমকি শুনতে হচ্ছে। রবিবার রাতে পাড়ার বেশ কয়েকজন এসে বাড়িতে ভাঙচুর করেছে।' যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃষা প্রামাণিক ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আলতাব হোসেনের দাবি, এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না। আলতাব আরও বলেন, 'সালিশি সভার বিষয়টি আমার জানা নেই। আমরা সালিশি সভা করি না। মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো বিবাদ মিটিয়ে দেই। তবে যদি কারও বাড়িতে আক্রমণের মতো ঘটনা হয়ে থাকে তবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা উচিত।' বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখব।'

নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে জেলাপ্রশাসনের বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

নার্সিংহোমগুলিতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুবিধার যদি না দেওয়া হয়, তাহলে লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা নেবে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের নিয়ম লংঘন করে যদি কোনো নার্সিংহোম অথবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালানোর চেষ্টা করা হয়, সেই ক্ষেত্রেও কোন ব্যবস্থা নিবে প্রশাসন। সোমবার জেলায় সমস্ত নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন জেলাশাসক নিতিন সিঙ্হানিয়া। ইতিমধ্যেই জেলার ১৭টি নার্সিংহোম কে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুবিধা না দেওয়ার পাশাপাশি রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং চিকিৎসার নামে মোটা টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এদিন সেই নার্সিংহোমগুলির নামের তালিকা দিয়ে অকার্যকর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপে চাপে পড়ে গিয়েছেন মালদার বিভিন্ন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কর্তৃপক্ষরা। ইংলিশবাজার শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠেছে। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মালদায় প্রায় ৬১টি নার্সিংহোম এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার রয়েছে। কিন্তু ইংলিশবাজার শহরে সব থেকে বেশি নার্সিংহোম এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার রয়েছে বলে অভিযোগ। সম্পত্তি চাঁচল এবং ইংলিশবাজারে বেআইনিভাবে চলা দু'টি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় প্রশাসন। সেই দু'টি নার্সিংহোম সিল করে দেওয়া হয়েছে। এদিন বৈঠকের পরে জেলাশাসক বলেন, সমস্ত নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলির কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত নার্সিংহোমগুলিকে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুবিধা দিতে হবে, কোনভাবে যাতে রোগী চিকিৎসা করতে এসে ফিরে না যায়। রোগী এবং তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে কোন রকম দুরব্যবহার করা যাবে না। অযথা মোটা টাকার বিল করার ক্ষেত্রেও সতর্ক হতে হবে বিভিন্ন নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার-কে। কোথাও কোন অনিয়ম ধরা পড়লে সেই সব নার্সিংহোম বা ডায়গনস্টিক সেন্টার গুলিকে সিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত ইংলিশবাজারের কয়েকটি নার্সিংহোমের মালিক পক্ষ জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনেই স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে রোগীদের। যদি কেউ না দিয়ে থাকে সেই ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।

মাকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত ছেলেও, পারিবারিক বিবাদে স্ত্রীর মাথায় কোপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গাজোল

সম্ভবত পারিবারিক কলহের জের। আর তার জেরেই স্ত্রীকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কোপালেন স্বামী। মাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলের হাতেও মারা হয় কোপ। এরপর বাড়ির পেছনে সাবমার্সিবল পাম্পে রক্তাক্ত হাত-পা ধুয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত স্বামী। খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর বাড়ির লোকেরা এসে মা ও সন্তানকে উদ্ধার করে নিয়ে যান গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় দু'জনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় রক্তাক্ত হাঁসুয়া।

পলাতক স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ঘটনা গাজোলের মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শরৎপল্লির।

ডিমের কার্টনের ভেতর গোপন চেম্বারে মাদক পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হিলি

৩০টি ডিমের কার্টন একসঙ্গে রেখে তারমধ্যে সুকৌশলে কেটে তৈরি করা হয়েছে চেম্বার। আর সেই চেম্বারের মধ্যে বস্তা ভর্তি গাঁজা। পাচারের অভিনব কায়দায় ভ্যাবাচ্যাকা পুলিশও। যদিও পাচারের ছক বানচাল করেছে হিলি থানার পুলিশ। সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করে প্রায় ১ কুইন্টাল গাঁজা। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, হিলিতে নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে কয়েকজনের কাছে গাঁজা পৌঁছানোর কথা ছিল। তারপরে বাংলাদেশে ওই গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল কারবারিরা। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক তরুণকে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

সোমবার দুপুরের ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে সীমান্তে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ডিমের কার্টনগুলি প্রথমে শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাটে নিয়ে আসা হয়। এরপর বালুরঘাট থেকে টোটোতে করে হিলির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। সোমবার সকালে গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশিতে হিলি থানার বক্সীগঞ্জ এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গ্যারাজের সামনে খালি ডিমের কার্টনের একাধিক বান্ডিল নজরে আসে পুলিশের। এরপরেই ডিমের কার্টনের বান্ডিলগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণের অস্বাভাবিক গতিবিধি নজরে পড়ে পুলিশের। তাদের

সন্দেহ জোরালো হয়। ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জবাবে অসংগত উত্তর দিতে শুরু করে তরুণ। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছান হিলি থানার আইসি। তারপর তল্লাশির জন্য ডিমের কার্টনের বান্ডিল খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। ৮টি বান্ডিলের ভেতরে রাখা ৮টি বস্তা থেকে ৯৩ কেজি ৪১০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। ওই গাঁজা পাচারের জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেড়েছে পুলিশ। এপ্রসঙ্গে ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হিলি থানার পুলিশ ত্রিমোহিনীর চাপাহাট এলাকার কাঞ্চন হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে প্রায় এক কুইন্টাল গাঁজা জাতীয় মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে সে এগুলি নিয়ে আসছিল। মূলত হাতবদলের মাধ্যমে সেগুলি বাংলাদেশ পাচার হত। আমরা ১২দিনের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে পাঠাচ্ছি।' '

এত পরিমাণ গাঁজা কার কাছে থেকে এনেছে, কোথায় দেওয়া হচ্ছিল, এর ভেতরে আরও কোনও বড় চক্র জড়িত আছে কি না তা তদন্ত করে দেখব' বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কোথায় রাহাত? খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রীকে ধরতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শরণাপন্ন এসটিএফ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ

কিছুদিন আগেই এসটিএফের জালে ধৃত ৩০ জন জঙ্গির মধ্যে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার একটি মাদ্রাসায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। ওই জঙ্গিদের জেরায় খাগড়াগড় সহ একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের মূল চক্রী হিসাবে গুলাম সারোয়ার রাহাতের নাম উঠে আসছে। এবার তাকে বাগে আনতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি দিলেন এসটিএফের অধিকর্তা সহ বিএসএফের ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ। এসটিএফের আধিকারিক জানান, বাংলাদেশ থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। যদিও বাংলাদেশের ইউনূস সরকার ওই জঙ্গিকে ভারতের হাতে তুলে দেবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের। কে এই রাহাত? শুক্রবার গোয়েন্দা দপ্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি পাঠাতেই আলোড়ন শুরু হয়েছে প্রশাসনিক

মহলে। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল-মুজাহিদিন-বাংলাদেশের (জেএমবি) সেকেন্ড-ইন-কমান্ড গুলাম সারোয়ার রাহাত খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রী। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে কিছু কাপড়ের ব্যবসায়ীর আর্থিক সাহায্যেই পূর্ব বর্ধমানের খাগড়াগড়, শিমুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদের মুকিমনগরে মডিউল খুলেছিল জেএমবি। দু'পারের গোয়েন্দা নথিতেই রয়েছে, ২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের ত্রিশালায় জেল থেকে আদালতে যাওয়ার পথে প্রিজন ভ্যানে হামলার ঘটনা ঘটে। প্রিজন ভ্যান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল সালাউদ্দিন সালেহান, জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমা মিজান এবং রাকিবুল হাসানকে। তারা প্রত্যেকেই এপার-ওপারের গোয়েন্দাদের মাথাব্যথার কারণ। পরে মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকিবুল হাসান মারা গেলেও, সালেহান ও বোমা মিজান যোগ দিয়েছিল এপারে জেএমবির মডিউলে। বোমা মিজানকে দক্ষিণ ভারত থেকে পরে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। কিন্তু ছদ্মবেশ ধরতে পারদর্শী সালেহান এখনও অধরা। সালেহান-বোমা মিজানের এপারে ঢোকা থেকেই শুরু হয়েছিল এরাজ্যে বাংলাদেশি জঙ্গিদের উত্থানপর্ব। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, খাগড়াগড় পর্বে নারায়ণগঞ্জের মাসুম মিয়াঁকে এনআইএ তথা এপারের গোয়েন্দারা চিনেছিলেন শেখ সাজিদ নামে। এনআইএ ঘোষিত জঙ্গি সাজিদ ওরফে মাসুম মিয়াঁকে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করেছিল বিধাননগর কমিশনারেট। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে দুইজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার পর এসটিএফ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ নর্থ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দেখছে যা বলার তারাই বলবে।

নাবালিকা শ্যালিকাকে নিয়ে চম্পট, থানায় নালিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুশমণ্ডি

একটি, দুটি নয়। চার চারবার বিয়ে করেও মেটেনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সাধ। কুশমণ্ডির একটি প্রত্যন্ত গ্রামের জনৈক বাসিন্দার কাণ্ড। এরপরেও বিয়ের নেশায় মশগুল পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই প্রেমিক প্রবর শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল বিয়ের উদ্দেশ্যে। লোকজন মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই বিবাহিত মেয়ে আপাতত অসহায় অবস্থায় বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ওই রাজমিস্ত্রি পরিযায়ী শ্রমিক। নিজের পেশার কাজে ভিনরাজ্যে থাকে। পাঁচ মাস আগে সে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর নাবালিকা শ্যালিকাকে বিয়ের ফন্দি করে। তার এমন পরিকল্পনার আঁচ করতে পারেনি শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ঘটনার দিন নাবালিকা

অগত্যা গুণধর জামাইয়ের বিরুদ্ধে কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন নাবালিকার বাবা। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় রবিবার লিখিত অভিযোগ করেছেন নাবালিকার বাবা। তাঁর অভিযোগ, কয়েক বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ওই লোকটির সঙ্গে। তখন জামাইয়ের আগের একটা বৌ ছিল। গত ২৩ এপ্রিল তার ছোট মেয়েকে বাড়ি থেকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায় কীর্তিমান সেই জামাই। এখানেই শেষ হয়নি। ওই দিন তার বিবাহিতা মেয়েকে জামাই এবং জামাইয়ের পরিবারের বাড়িতে একা ছিল। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ কাজে লাগায় সম্পর্কে জামাইবাবু।

বিকেলে বাড়িতে ফিরে এসে মেয়েকে না দেখতে পেয়ে বহু খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। এরপর বিবাহিত মেয়ে স্বামীর মার খেয়ে বাড়ি ফিরে আসার খবর পেয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, মামলা হয়েছে। খোঁজ চলছে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত পলাতক। নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, জামাইয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

শিক্ষাদপ্তরের ওয়েবসাইট হ্যাক করে পোস্টার পাকিস্তানের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁওয়ে হামলার নেপথ্যে রয়েছে মোদি সরকারই! পাকিস্তানকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। রাজস্থানের শিক্ষাদপ্তরের ওয়েবসাইট হ্যাক করে এমনটাই লিখে দিল পাক হ্যাকাররা।মঙ্গলবার রাজস্থানের শিক্ষাদপ্তরের ওয়েবসাইট খুলতেই আশ্চর্য হয়ে যান সকলে। ওয়েবসাইটটি হ্যাক করে একটি পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে হামলাকারী হ্যাকারগোষ্ঠীর নাম দেখাচ্ছে 'পাকিস্তান সাইবার ফোর্স।' পোস্টারে লেখা, 'পহেলগাঁওয়ে হামলা ভারতই করিয়েছে। পাকিস্তানকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। গোটা ঘটনাটি সাজানো। বিভাজন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে।' শুধু তাই নয়, হামলায় মৃত নৌসেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের স্ত্রীর সম্পর্কেও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে ওই পোস্টারে। তবে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার কিছুক্ষণ পরই ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।এ প্রসঙ্গে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার বলেছেন,

তআমাদের আইটি শাখা কাজ করছে। বর্তমানে ওয়েবসাইটটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে তা দ্রুত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আমরা সাইবার নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকেও ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করেছি। হ্যাকার দলটিকে দ্রুত চিহ্নিত করার কাজ চলছে।দ তিনি আরও বলেন, তআমাদের কোনও গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে একটি অডিটও করা হবে।দপ্রসঙ্গত, অতীতে ভারতের একাধিক ওয়েবসাইটে হামলা চালিয়েছে পাক হ্যাকাররা। বিশেষ করে এ দেশে কোনও জঙ্গি হামলার পরই তাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

প্রমাণ করতে হবে গোটা দেশ একত্রিত, 'বিশেষ' পদক্ষেপ চেয়ে মোদিকে চিঠি রাহুলের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহলগাঁওয়ের হিন্দু নিধন নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক। বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিরোধী দলনেতার দাবি, এই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে দেশ যে একত্রিত, সেটা প্রমাণ করার জন্য সংসদে আলোচনার প্রয়োজন।

এর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও একই ধরনের চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে।চিঠিতে রাহুল লিখছেন, তবিরোধীরা বিশ্বাস করে এই মুহূর্তে দেশের ঐক্য তুলে ধরা দরকার।

সেজন্য জনপ্রতিনিধিদের সংসদে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হোক। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব অধিবেশন ডাকা হোক।দ ভূস্বর্গে বেড়াতে যাওয়া নিরীহ মানুষজনের উপর জঙ্গিদের বুলেটবৃষ্টির ক্ষত এখনও টাটকা দেশবাসীর মনের গভীরে। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসদমনে জাতীয় ঐক্যের বার্তা দেওয়া জরুরি এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানোর সময় বলে মনে করছে কংগ্রেস।এর আগে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গেও একই মর্মে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি শত্রুদেশকেও বুঝিয়ে দেওয়া হোক সন্ত্রাস চালিয়ে ভারতের ঐক্য ভাঙা যাবে না।রাহুল খাড়গেদের এই অনুরোধ নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছু বলেনি। তবে বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস

নকভি বলছেন, তএ বিষয়ে যা বলার সরকার বা সংসদ বলবে।

তবে, আমার মনে পড়ছে না এভাবে কোনও জঙ্গি হামলার পর স্রেফ জবাব দেওয়ার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল কিনা।

দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, জাতীয় নিরাপত্তায় এত বড় ধাক্কার ঘটনায় লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিশেষ অধিবেশন বসুক। আলোচনা হোক শাসক-বিরোধী সকলে মিলে। একজোট হয়ে নিহতদের পরিবারগুলোর পাশে থাকার বার্তা

চিনের রেস্তরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত্যু অন্তত ২২ জনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

চিনের রেস্তরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঝলসে মৃত্যু হল ২২ জনের। আহত হয়েছেন আর ৩ জন। চিনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিসিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, লিয়াওনিং প্রদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের লিয়াওয়াং শহরের একটি রেস্তরাঁয় স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা বেজে ২৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। আহতদের তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রেস্তরাঁয় অগ্নিকাণ্ডকে 'গভীর উদ্বেগজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি স্থানীয়

কর্তৃপক্ষকে এ ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসায় এবং নিহতদের পরিবারকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। চলতি মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল চিনে। গত ৯ এপ্রিল হেবাই প্রদেশে একটি নার্সিংহোমে আগুন লাগে। দুর্ঘটনার সময় ৩৯ জন প্রবীণ ছিলেন ওই নার্সিংহোমে।

ওই ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়।

খাল কেটে 'বিপদ' আগেই ডেকেছে, এবার সিন্ধু চুক্তি বাতিলে নাজেহাল পাকিস্তান!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ পর্যটককে হত্যার পর যে সাত দফা কূটনৈতিক 'প্রত্যাঘাত' করেছিল নয়াদিল্লি, তারই অন্যতম এই পদক্ষেপ।

এরপর থেকেই বারবার আলোচনায় উঠে এসেছে সিন্ধু নদ। যা পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষিজমির সেচের জল জোগায় এবং ৯০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদনের জন্য দায়ী। ভারত চুক্তি স্থগিত রাখায় পাকিস্তান যে বড় ধাক্কা খেয়েছে তা নিশ্চিত। কিন্তু আসল সমস্যাটা আরও গভীর। সেনা-সমর্থিত খাল প্রকল্পেই আসল বিপদ প্রতিবেশী দেশের। যার ধাক্কায় পাকিস্তানে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ। সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে।কী এই খাল প্রকল্প? এতে বলা হয়েছিল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধ, বালোচিস্তানের ৪৮ লক্ষ একর অনুর্বর জমিতে (যা গাজা ভূখণ্ডের আট গুণ) সেচের ব্যবস্থা করা হবে ছ'টি খাল কেটে। আর এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সেনা-নির্ভর বেসরকারি সংস্থা জিপিআই। কিন্তু এই প্রকল্প ঘিরে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে। দক্ষিণ পাঞ্জাবের চোলিস্তান অঞ্চলে (যা বৃহত্তর থরের অংশ) জল প্রবাহের ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিন্ধু, যা ইতিমধ্যেই তার বরাদ্দকৃত অংশের চেয়ে ২০ ু কম জল পায়, এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। মিষ্টি জলের প্রবাহ হ্রাস মাটির লবণাক্ততাতেই বৃদ্ধি ঘটায়। যার প্রভাবে সিন্ধুর কৃষি বিপর্যস্ত হতে পারে। এবং সমুদ্রের জলের অনুপ্রবেশও ত্বরান্বিত হতে পারে এলাকায়।২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ এবং জেনারেল মুনির প্রকল্পটি উদ্বোধন করার পর থেকেই বিক্ষোভ শুরু হয়। যা এখনও চলছে। এমাসের শুরুতে শরিফ সরকারের অংশ পিপিপির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি হুঁশিয়ারি দেন সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেবেন তাঁরা। অবশেষে ৩৩০ কোটি ডলারের প্রকল্পে দাঁড়ি টানতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।

ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে একের পর এক আদেশনামা জারি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাফ জানিয়েছেন, জন্মসূত্রে আর মিলবে না মার্কিন নাগরিকত্ব। যা নিয়ে আদালতের ভৎর্সনার মুখেও পড়েছেন তিনি। চলছে মামলা। এছাড়া একাধিক জায়গায় স্বাস্থ্যখাতে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন, মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রেও কাটছাঁট করেছেন। আর সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য তাঁর নয়া শুল্কনীতি। যার প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাণিজ্যে। 'জেদি' ট্রাম্পের এই সব পদক্ষেপেই বেজায় চটেছে বিরোধীরা। এবার দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট সাংসদ শ্রী থানেদার! তাঁর অভিযোগ, ট্রাম্প নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।গত বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লাল ঝড় উঠেছিল। সেনেট আর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, দুটোই জিতে নিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। কিন্তু এর মাঝেও নিজেদের আসন ধরে রেখেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। যার মধ্যে শ্রী থানেদার অন্যতম। ২০২২ সাল থেকে মিশিগান আসনের ডেমোক্র্যাট সাংসদ তিনি। জানা গিয়েছে, এবার থানেদার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চলেছেন। তার জন্য কয়েকটি খসড়াও তৈরি করে ফেলেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে থানেদার জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনব। সেই সংক্রান্ত খসরাও তৈরি। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব, অনুদান এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ করেছেন যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। তিনি তাঁর পদ আর ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করছেন। আদালত ওঁর রাজনীতি করার জায়গা নয়। এর আমাদের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। অনেক হয়েছে, আর নয়।'প্রসঙ্গত, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দুর্নীতি, ঘুষ, বেআইনি কার্যকলাপ, অসদাচরণের অভিযোগে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর সাংবিধানিক পদ থেকে সরাতে হলে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও ইমপিচ করা হয়েছে ট্রাম্পকে। ২০১৯ সালেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও মার্কিন কংগ্রেসের কাজে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগে ইমপিচ করা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। কিন্তু সেবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে অপসারণের প্রস্তাব পাশ হলেও তা আটকে গিয়েছিল সেনেটে। তারপর ২০২০ সালে ক্যাপিটল বিল্ডিং হামলার ২০২১ সালে তাঁকে ইমপিচ করে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ। অমেরিকার ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট যাঁকে দু'বার ইমপিচ করা হয়।

'বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক পাকিস্তান', রাষ্ট্রসংঘে পাক মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি তুলে তোপ ভারতের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

'পাকিস্তান একটি দুর্বৃত্ত দেশ যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলেছে।' পহেলগাঁও হামলার পর রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ঠিক এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে তুলোধোনা করল ভারত। পাকিস্তান যে বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক সে কথা প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাওয়াজা আসিফের স্বীকারোক্তি তুলে ধরা হল রাষ্ট্রসংঘে।গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ পর্যটক-সহ এক স্থানীয় নাগরিকের। পাক মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তি রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে তুলে ধরে ভারতের প্রতিনিধি যোজনা জানান, গোটা বিশ্ব শুনেছে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সেই মন্তব্য যেখানে তিনি বলেছেন তাঁরা সন্ত্রাসবাদকে মদত, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর গোটা বিশ্ব এমনকী রাষ্ট্রসংঘ যেভাবে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে তার জন্য রাষ্ট্রসংঘে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতের রাষ্ট্রদূত।

ভারতের রাফালে বিমান গুলি করে নামিয়েছে পাকিস্তান! সত্য প্রকাশ্যে আনল মোদি সরকার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের অত্যাধুনিক রাফালে বিমান গুলি করে নামানোর দাবি পাকিস্তান সেনার। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ও ২৬ মৃত্যুর ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা যখন চরম আকার নিয়েছে ঠিক সেই সময় শত্রুপক্ষের এই দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে। যদিও পাক সোশাল মিডিয়ার এই দাবি সম্পূর্ণরূপে খারিজ করেছে ভারত সরকার।দুই দেশের মধ্যে চলা যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে ভারতকে হেয় করতে সম্প্রতি পাক সংবাদ মাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ার তরফে প্রচার চালানো হয়, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সীমান্তে ভারতের যুদ্ধবিমান রাফালেকে গুলি করে নামিয়েছে পাক সেনা। এই তথ্য সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করলে মঙ্গলবার এই ইস্যুতে মুখ খোলে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। এই দাবিকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ভারতের কোনও বিমান ধ্বংস হয়নি।

পাক সমর্থিত সোশাল মিডিয়ায় যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন। এবং যুদ্ধবিমান ধ্বংসের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে সেটিও ভুয়ো।

তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০২৪ সালে মহারাষ্ট্রে সুখোই ৩০ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেই দুর্ঘটনার ছবি তুলে ধরে মিথ্যার বেসাতি শুরু করেছে পাকিস্তান। কেন্দ্রের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য। এবং কোনও প্রমাণ ছাড়া এই ধরনের ভুয়ো তথ্য যাতে কেউ শেয়ার না করেন সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয়কে গুলি করে মারে জঙ্গিরা।

জানা যায়, পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করে জঙ্গিরা। এই ঘটনায় পাকিস্তানের দিকে উঠেছে অভিযোগের আঙুল। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে।

প্রাথমিক প্রত্যাঘাত হিসাবে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। ফেরানো হচ্ছে পাক নাগরিকদের। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ভুয় তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে সরকার। ১৬টি পাক ইউটিউব চ্যানেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি, বন্ধ করা হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলও।

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
৩০ এপ্রিল ২০২৫, বুধবার

বেছে নেওয়া'র হিসাব

আজকাল নিজের বক্তব্য খুব জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেকেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, গুগল করে মিলিয়ে নিন! এই ক'দিনে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে যত বিতণ্ডা হল, তাতে অনেককে বলতে শুনলাম, ইসলামি মানেই সন্ত্রাসবাদী না হতে পারে, সন্ত্রাসবাদী মানেই ইসলামি। কিন্তু গুগলে সন্ত্রাসের প্রকারভেদ শব্দ দুটো টাইপ করলেই তাঁরা দেখতে পেতেন, সন্ত্রাস মানে যেমন শুধু ইসলামি নয়, সন্ত্রাস মানে শুধু ধর্মীয় সন্ত্রাসও নয়। কিন্তু তাই বলে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ যে পৃথিবী জুড়েই একটা খুব বড় বিপদ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই, কারণও নেই। ঠিক যে রকম কাশ্মীরে নিহত পর্যটকরা হিন্দু, তা-ও গোপন করার কোনও কারণ নেই।সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হয় কি না, সন্ত্রাসে নিহতদের ধর্মপরিচয় আলাদা করে উল্লেখ করা জরুরি কি না; অনেক রকম তর্কবিতর্কই চোখে পড়ছে। শিবির বিভাজনও এখানে অনেকটাই প্রকট। এই অতি স্পর্শকাতর আবহে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হয় কি হয় না, এটা আসলেই কোনও তর্কের বিষয় হতে পারে না। কারণ ধর্মীয় সন্ত্রাস সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রকার হিসাবে স্বীকৃত। অন্যতম প্রকার, একমাত্র প্রকার নয়। যে সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মের ঝান্ডার তলায় একত্রিত হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী না বলে আর কী বলা হবে? এবং ঠিক একই যুক্তিতে তারা যে ধর্মের ঝান্ডার তলায় একত্রিত হচ্ছে, যে ধর্মীয় পরিচয়কে তারা সগর্বে তাদের অভিজ্ঞান করে তুলছে, সেই ধর্মের নাম অনুল্লিখিত রাখারই বা কী আছে?নিহতের ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনও বাজারে একটা বিস্ফোরণ হল। বহু মানুষ মারা গেলেন। নিহতের ধর্মপরিচয় সেখানে জরুরি নয়। কিন্তু ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে বেছে নিয়ে যদি কাউকে হত্যা করা হয়, সেখানে তা উল্লেখ না করলে ঘটনাটির চরিত্র বিচারই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হিটলার যে ইহুদিনিধন যজ্ঞে নেমেছিলেন, সে তো তাঁরা ইহুদি বলেই। সেখানে ইহুদিনিধনকে স্রেফ গণহত্যা বললে কি তার বিশেষত্ব বোঝা যাবে? গোরক্ষা বাহিনীর হাতে যখন শয়ে শয়ে মুসলিম খুন হয়েছেন, মুসলিম বলেই তো খুন হয়েছেন। আমেরিকায় কিছু দিন আগে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন হয়ে গেল। এখানে 'ব্ল্যাক' কথাটা বাদ দিলে কি চলবে? দলিত নিগ্রহকে তো দলিত নিগ্রহই বলি, নারী-নির্যাতনকে নারী-নির্যাতন। মানুষের দ্বারা মানুষের নিগ্রহ বা নির্যাতন বলে বর্ণনা করি কি? বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলাকে হিন্দুত্ববাদীদের কাজ না বলে কেবল 'মব'-এর উন্মত্ততা বললে ন্যায্য হবে কি?ইসলাম মানেই সন্ত্রাস নয় বা সন্ত্রাস মানেই ইসলাম নয়, এটা মনে করিয়ে দিতেও কিন্তু ইসলামি জঙ্গিবাদকে 'ইসলামি জঙ্গিবাদ' বলে ডাকার প্রয়োজন আছে। কারণ এই শব্দবন্ধ দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব, ইসলাম একটা আলাদা শব্দ। ইসলামি জঙ্গিবাদ আলাদা। ঠিক যেমন, হিন্দু একটা শব্দ। হিন্দুত্ববাদ একেবারে আলাদা। একই ভাবে ধর্মীয় কারণে প্রাণ হারালে নিহতের ধর্মপরিচয় বলতে ঢোঁক গেলার কোনও অর্থ নেই। তাতে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াইয়েরও ক্ষতিই হয়। কারণ সে ক্ষেত্রে এটাও বলার জায়গা থাকে না যে, গ্লোবাল টেররিজম ইন্ডেক্স ২০২৪-এ সন্ত্রাসপীড়িত একেবারে প্রথম সারির দু'টি রাষ্ট্র সিরিয়া এবং পাকিস্তান। অর্থাৎ ইসলামি জঙ্গিবাদ সবচেয়ে বেশি প্রাণ কাড়ছে মুসলিমেরই। ইসলামি জঙ্গিরা শুধু হিন্দুদেরই শত্রু নয়। এতদসত্ত্বেও অনেক সময় নিরাপত্তার স্বার্থে, আতঙ্ক-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়াকে রোখার স্বার্থে শব্দচয়নে কিছু অস্পষ্টতার প্রয়োজন থাকে। বলা ভাল, থেকে এসেছে অনেক দিন পর্যন্ত। কিন্তু ইদানীং একাধারে তথ্য এবং ভুয়ো তথ্যের বিস্ফোরণের বাজারে সত্য গোপন কোনও মঙ্গল সাধন তো করবেই না, হিতে বিপরীত ঘটাতে পারে। বিশেষ করে যখন পহেলগাম-পরবর্তী দিনগুলিতে কট্টরবাদীদের সবচেয়ে রাগ গিয়ে পড়েছে উদারতার আদর্শের প্রতি, সহিষ্ণুতার বার্তার প্রতি, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির প্রতি। তাঁরা যেন মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছেন, উদারতা-সহিষ্ণুতা-সংযম আর ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলেই দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হবে। জঙ্গি দমনেরও আগে তাই উদারতার গলা টিপে ধরতে এগোচ্ছেন ওঁরা।উদারবাদের প্রতি রাগের এই উদ্গিরণ দেখলে মনে হতে বাধ্য, দেশটা চালাচ্ছেন উদারবাদীরাই। তাঁদের হাতেই সব ক্ষমতা, তাঁরাই এ দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। নেটিজেনেরা তাই উদারপন্থীদের কাছে পহেলগামের জবাবদিহি চাইছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন, 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম' গানটাই আর গাওয়ার দরকার নেই। অনেকে দাবি তুলছেন, সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা বাদ দেওয়া এই মুহূর্তে প্রথম কাজ হওয়া উচিত। অবলীলায় বলছেন, খুব দাপটের সঙ্গে বলছেন। যত চিৎকার করে বলছেন, তত বেশি মানুষ গলা মিলিয়ে জানাচ্ছেন, বটেই তো, বটেই তো!এই উৎকট কলরোলে উদারবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় নালিশটা কী? না, তাঁরা খালি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন আর হিন্দুত্ববাদের সমালোচনা যতখানি করেন, ইসলামি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তত বলেন না। মজার কথা এই যে, ইজরায়েলের উদারবাদীদেরও ঠিক একই কথা শুনতে হয়; আপনারা নেতানিয়াহুর বিরোধিতা যতখানি করেন, হামাস নিয়ে তত বলেন না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, ব্রিটেন, আমেরিকা; যেখানেই দেখা যাক না কেন, বয়ানটা একই। উদারবাদীদের বয়ানও এক, কট্টরবাদের বয়ানও এক। সকলেই সকলের দিকে আঙুল তুলে বলে, তুমি বেছে বেছে কথা বলছ!সময় এসেছে, খুব জোরের সঙ্গে এটা বলার যে, কথা বেছেই বলতে হয়! কে কোন বিষয়ে কথা বলতে চাইবেন, কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেবেন, কোন ঘটনায় কী ভাবে আন্দোলিত হবেন; বাছাই তো থাকবেই। সবার থাকে, সব পক্ষের থাকে। উদারবাদীর বাছাই এক রকম, কট্টরবাদীর বাছাই আর এক রকম। যেমন উদারবাদীরা পহেলগাম নিয়ে শোকার্ত হয়েছেন কিন্তু কট্টরবাদীরা দাদরি নিয়ে ক্রুদ্ধ হননি। মতাদর্শের তফাত আছে, তাই বাছাইয়েরও তফাত আছে। উদারবাদী মতাদর্শ বিদ্বেষকে হাতিয়ার না করার কথা বলে, খণ্ডকে সমগ্রের সঙ্গে এক করে না ফেলার কথা বলে। উপরন্তু সে বিশ্বাস করে; যে কোনও রাষ্ট্রেই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুকে একটু বেশি দায়িত্বশীল হতে হয়, আত্মসমালোচনার পাল্লা একটু ভারী রাখতে হয়। এই বিশ্বাস থেকেই তার মনে হয়, আধিপত্যের কণ্ঠস্বরের তলায় যে কথাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে, সেগুলো সামনে আনা দরকার। সেখান থেকেই সে পক্ষ নেয়।এই পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে পরিমিতির হেরফের হতে পারে। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি সংখ্যালঘুর পাশে দাঁড়ানোর নাম করে তোষণের পথ নেয় না, এমন নয়, তাতে সংখালঘুর ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। লেখক ঃ জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্যে ঃ আনন্দবাজার ডট কম।

সাগর সঙ্গমে জগন্নাথধাম

তন্ময় সিংহ

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ বলে নবকুমারকে সম্বোধন করেছিল কপালকুণ্ডলা, সাগর সঙ্গমে পথ হারানোর জন্য। কিন্তু তিনি আদি ,অনন্ত স্বয়ং সাক্ষাৎ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা জগন্নাথ অর্থাৎ বিষ্ণু। যুগে যুগে যিনি অবতার নিয়েছেন পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ঠিক যেভাবে দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃষ্ণের মৃত্যুর হওয়ার পর দ্বারকা সমুদ্রের জলে নিমজ্জীত হয়, আবার পরবর্তীকালে অবন্তির রাজা ইন্দ্রদ্যম্ন স্বপ্নাদেশ পান এবং সাগরে ভেসে আসা কাঠ থেকে নির্মাণ করেন জগন্নাথ দেবের, সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার। অর্থাৎ প্রভু রয়ে গেলেন সমুদ্রের ধারেই তাঁর চির অবস্থানে । পুরীর জগন্নাথ মন্দির দৈব আদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য। সমুদ্রের তীরে নগর পরিভ্রমণ করার রথযাত্রা আমাদের নতুন করে কোটি কোটি মানুষ কে একত্রিত করলো প্রভুর ভক্ত হিসেবে। অনেকটা সেই রথযাত্রাকেই কেন্দ্র করে উন্মাদনা তৈরীর জন্য আবার নতুন করে এক জগন্নাথ ভূমির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র নগরী দীঘাতে, সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। অর্থাৎ দীঘাতেও প্রচেষ্টা এক নতুন জগন্নাথ ধামের।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।

সারা বিশ্বে বর্তমানে ১৬ু মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই মানুষ জনেরা সারা বিশ্বে তাদের ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে প্রায় বসবাসকারী দেশেই হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের মতে গড়ে ওঠা ও পরবর্তীতে বিদেশিদের নিয়ে জনপ্রিয় হওয়া ক্ষ্মইসকনক্ষ্ম সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ টিরও বেশি তাদের কেন্দ্র স্থাপন করেছে ধর্ম প্রচারের জন্য। আসলে যেভাবে গির্জা এবং মসজিদ ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দু ধর্ম এবং এই ধর্মের প্রাণপুরুষেরা কখনোই সেই ব্যাপক আকারে মন্দির তৈরীর কথা বলেননি ও ছড়িয়ে দেননি। পরবর্তীকালে এই জাতিগুলির ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে নিজেদের নিজস্ব আচার-আচরণ বিধি তৈরীর জন্য এবং ধর্মীয় নিজস্বতা সম্পন্ন সমাজ তৈরি করার জন্য মন্দিরের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ধর্মরক্ষা তাগিদে ও নবজাগরণের জন্য এই ধর্মীয় মন্দির গুলি আমাদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জরুরি অবস্থার সময়ে সংবিধানে যোগ হওয়া ক্ষ্মধর্মনিরপেক্ষক্ষ্ম শব্দটিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় না থাকায় বিভিন্নভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির তৈরীর এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজরাজড়াদের অর্থে তৈরি হওয়া জগন্নাথ ধামে অর্থাৎ পুরীতে বিপুল পরিমাণ বাঙালি পর্যটকদের আগমনকে লক্ষ্য করেই সরকারি অর্থে এই জগন্নাথ ধাম তৈরি করেছেন সমুদ্র নগরী দীঘা তে। পুরীর আদলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই জগন্নাথ মন্দির পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রত্যক্ষ ইচ্ছাতেই তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই মন্দির ইসকন পরিচালনা করলেও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত ভাব ধারা ও ধর্মীয় আচার-আচরণ পালিত হবে বলে স্থির হয়েছে। দৈতাপতি মন্দির প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ করছেন। প্রভু জগন্নাথের নয়নপথগামী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে আগামী দিনের এক উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ হতে চলেছে এই জগন্নাথ মন্দির। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে হলেও এই ২৫ একর জায়গাতে তৈরি মন্দিরের স্থাপত্য ঘিরে রাম মন্দিরের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সম্পূরা ঘরানার দুই মন্দিরেই ব্যবহৃত হয়েছে রাজস্থানের বংশীপাহাড়পুরের গোলাপি বেলে পাথর ও একই কারিগর গোষ্ঠীর দক্ষতা। অযোধ্যায় শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মভূমিতে তৈরি হওয়ার রাম মন্দির স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা যেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রত্যক্ষ মদতে মন্দির একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই মন্দির গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রচেষ্টা বিভিন্ন সরকারের তরফে দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতের মূলত এর কারণ ছিল মন্দিরের বিপুল সম্পত্তিকে করায়ত্ব করা। উত্তর ভারতে মন্দির গুলির বা বিভিন্ন ধর্মীয় পরিষদ গুলির মধ্যে লড়াই এই সম্পত্তি ও অর্থকে ঘিরেই সংগঠিত হয়েছে।বর্তমান সময়ে আমরা দেখি বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রশাসন অনেক মন্দির নির্মাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে।

সাম্প্রতিককালে স্বাধীন ভারতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ট্রাস্ট তৈরি করে যেভাবে ভারত সরকার রাম মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করল এবং সারা ভারতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে এক ধর্মীয় আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছিল শাসক বিজেপির পক্ষে তা এককথায় অপরিসীম। যদিও রাম মন্দির কে ঘিরে পর্যটন শিল্পে জোয়ার এসেছে অযোধ্যাতে বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে সন্নিহিত এলাকার

মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। সেরকমই এক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সমুদ্র নগরী দীঘা, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতে বিখ্যাত। সেই পর্যটন নগরীতে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫ একর জমিতে গড়ে তুলছে জগন্নাথ ধাম।।

যদিও পুরীর জগন্নাথ ধাম এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের ভক্তি আন্দোলনে প্রবাদ পুরুষ এবং সাক্ষাৎ ভগবান হিসেবে প্রচলিত শ্রীচৈতন্যদেবের যে সম্পর্ক ছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং পর্যটনের বিকাশে, তাকেই কোথাও ছোঁয়ার চেষ্টা চলছে দীঘায় জগন্নাথ ধামের প্রতিষ্ঠা করে। আবার বর্তমান সময়ে যেমন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ মেরুকরণে এবং ধর্মীয় আগ্রাসনে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব খুবই প্রাসঙ্গিক যিনি বাংলার নবাবী শাসনে হিন্দু ধর্ম রক্ষায় ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং তিনি ধর্মীয় জাঁতাকলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের মধ্যে বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে মানব ধর্মের কথায় বৃহত্তম ভাবে বলে গেছেন, বর্তমান শাসক দল পশ্চিমবঙ্গে এই মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জগন্নাথ ধাম তাদের পক্ষে ধর্মীয় মেরুকরণ এর বিরুদ্ধে ভক্তি ভাবের জাগরন হিসেবে আগামী নির্বাচনে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমশ যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ এবং দুই জাতির মধ্যে হিংসার ঘটনা বারবার হিন্দু জাতিকে বিজেপির দিকে আকৃষ্ট করছে সেই হিন্দুত্ববাদের বিকল্প হিসেবেই এই জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা শাসক দলের বলে মত রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের। আবার একাংশের বক্তব্য এই ক্ষ্মসফট হিন্দুত্বক্ষ্ম দিয়ে বিজেপি ও আরএসএসের হিন্দুত্ববাদের মোকাবিলা করতে তৃণমূল কংগ্রেস আদৌও সমর্থ হবে না। আবার জনগণের একাংশ বলছে বিভিন্ন দুর্নীতিতে বিদ্ধ সরকার সাময়িকভাবে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে বলে।

শাসক দলের বিভিন্ন বিধায়কের হিন্দু ধর্মের বিরোধী মন্তব্য পরবর্তীতে হিংসা এবং ওয়াকফ আন্দোলনের পরবর্তী হিংসাতে হিন্দু সমাজে দলের গ্রহণযোগ্যতা কে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বাড়িয়ে দিয়ে পরবর্তীতে আবার রথযাত্রায় দলকে উৎসবের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করে দেওয়া যাবে ও সমাজে হারিয়ে যাওয়া জমি উদ্ধার হবে বলে মনে করছে শাসক-শিবিরের একাংশ। অন্যদিকে বিরোধী শিবির এই ক্ষ্মসফট হিন্দুত্বক্ষ্ম কে পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদের মাধ্যমে প্রতিহত করতে পারে সেই লক্ষ্যে শান দিয়ে

প্রতীক্ষা করে আছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কোন নিয়ম উলঙ্ঘন হয় পশ্চিমবঙ্গে তা সমাজে তুলে ধরার জন্য। যাই হোক বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগে অক্ষয় তৃতীয়ায় পশ্চিমবঙ্গে এই জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং তাকে ঘিরে তিন দিনের মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এবং ১২০০০ মানুষকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ ও সারা রাজ্য ব্যাপী সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সরাসরি দেখানো আসলে ২০২৬ নির্বাচনের আগে হিন্দু সমাজে দলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার একটা প্রয়াস এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সব মহলেই।

শিবরাম চক্রবর্তী তার ক্ষ্মদেবতার জন্মক্ষ্ম গল্পে দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষের ভয় ও ভক্তি মিলে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব হতে পারে। এরকম উদাহরণ আমাদের সমাজে ভুরিভুরি আছে। অনেকটা আধুনিক আলোতে থাকা ইংরেজ সওদাগররাও ক্ষ্মওলাবিবিরক্ষ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠায় চার হাজার টাকা দান করেছিলেন আজ থেকে ৩০০ বছর আগে। যখন বাঙালিরা ওলাওঠা রোগের হাত থেকে বাঁচাতে স্থানীয়ভাবে পূজা করতো ওই দেবীর ,এই রোগ যা পরবর্তীতে কলেরা হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্রে আবিষ্কৃত হবে, জন্ম দিয়েছিল দেবী ক্ষ্মওলাবিবিক্ষ্ম র। আবার শুধুমাত্র ভারতেই নয় আমেরিকাতেও সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট পার্কের ট্রাফিকের নতুন ব্যারিকেড বসানোর সময় ১৯৯৩ সাল নাগাদ শোরগোল ফেলে দিয়েছিল শিবলিঙ্গের আবির্ভাব। আজকের দিনেও যে নতুন করে গুগলি ত্রিবেণীতে কুম্ভমেলার শুরু হলো তার পটভূমিকা যদিও বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে এই জগন্নাথ ধামের প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র যে পর্যটনস্থল হিসেবে দিঘা কে আরো গুরুত্বপূর্ণ করবে তা নয়, হিন্দু ধর্মেরও প্রচার এবং প্রসারে এই আড়ম্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে রাম মন্দির নির্মাণের মতো বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনে এর সুফল কারা পায় ধর্মনিরপেক্ষ তথা সফট হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করা দলটি না উগ্র হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করা দলটি সেদিকে নজর থাকবে রাজ্যবাসীর।

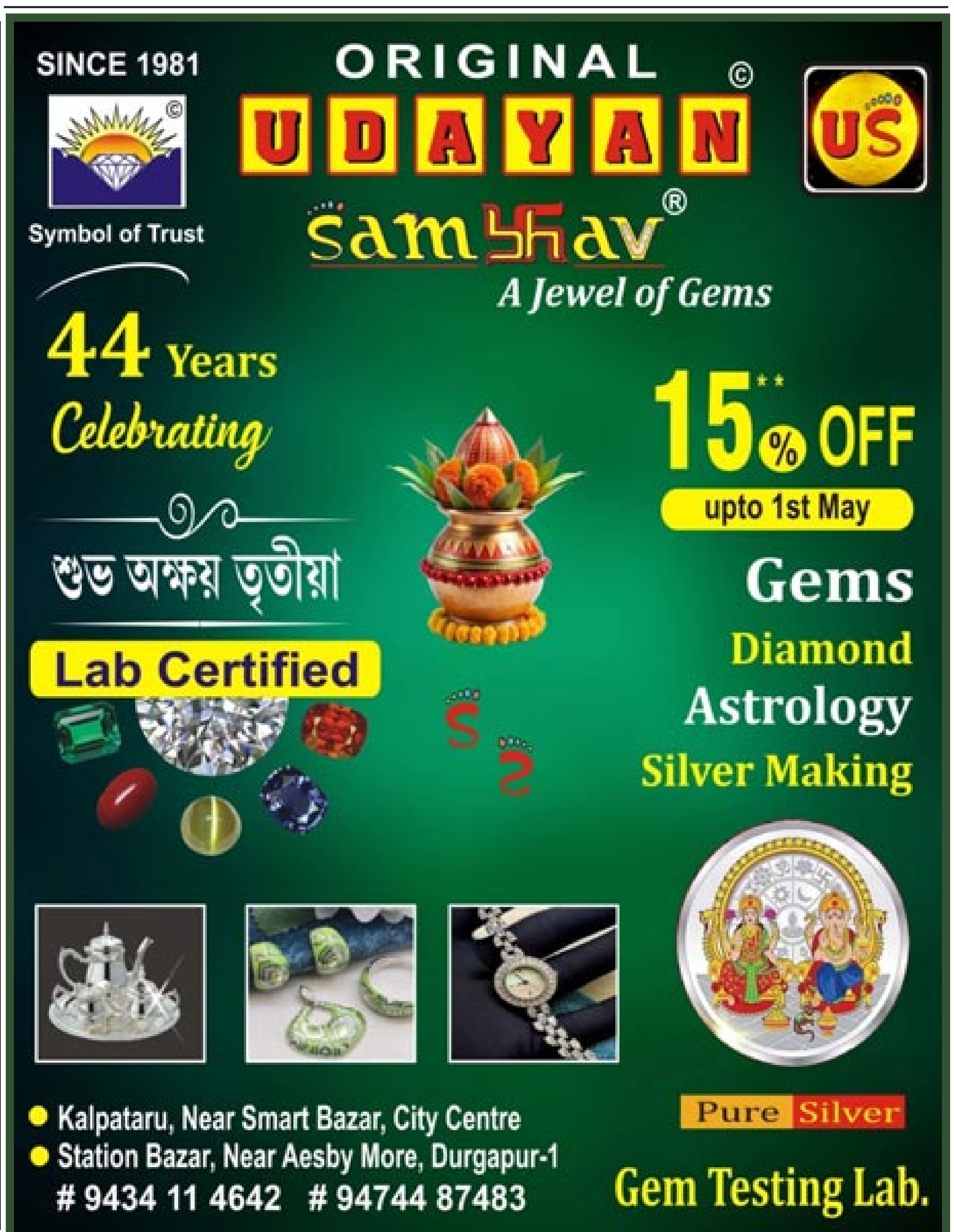

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই সম্পূর্ণ বাড়ি, ঝলসে গেল যুবক

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
লাউদোহা

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের অন্তর্গত গোগলা অঞ্চলের বাউরি পাড়ায়। প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিটের কারণে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে ঝলসে যায় আশীষ বাউরী নামে বছর ৩০ এর এক যুবক। তাকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাড়ির ভেতর শুয়ে থাকা ঝলসে যাওয়ার যুবককে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ। যুবককে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, সোমবার রাত্রি সাড়ে দশটার নাগাদ তিনি ফোন পান যে রসিকডাঙ্গার বাউড়ি পাড়ার একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং ঘরের মধ্যে থাকা আশীষ বাউরী নামে এক যুবক যে আগুনে ঝলসে যায়, তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। গৌতম বাবু জানান, এলাকার বাসিন্দাদের প্রচেষ্টাতেই বাড়ির আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন লাগার কারণ সঠিকভাবে এখনো জানা যায়নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যে যুবক আগুনে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছে, তিনি সঠিকভাবে সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। পাশাপাশি তিনি এও জানান, এলাকার মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবং থাকবে।

বচসার জেরে রক্তাক্ত ব্যাক্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

বচসার জেরে রক্তাক্ত জামুড়িয়ার হিজলগড়া গ্রামের শামিম। জানা যায় কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে হিজলগড়া গ্রামের বাসিন্দা সেখ শামিমকে ওই গ্রামেরই বাবর, মুমতাজ, হুজুব ও ইমরান এই চারজন মিলে তার উপর রড পাথর দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এমনকি তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ শামিমের পরিবারের। খবর পেয়ে পরিবারের লোক ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং তাকে বাহাদুরপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগার ফলে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর দেওয়া হয় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশকে। কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ওই চারজন মিলে শামিমকে মারলো কেন? এমন কি কারণ রয়েছে যাতে শামিমকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়? নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, এলাকায় একটি বেসরকারি কারখানায় শামিম কাজ করে। কয়েকদিন আগে সেই বেসরকারি কারখানার সামনে একটি মারতি ভ্যান থেকে কিছু চোরাই লোহার ভাল্ব উদ্ধার করে স্থানীয়রা এবং ভ্যানটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে সূত্র মারফত জানা যায়। এই চুরির সাথে মারধর করা সেই চারজন যুক্ত আছে বলে জানা যায়। তাই তাদের সন্দেহ হয় যে শামিম চোরাই মালসহ মারুতি ভ্যানটিকে ধরিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে আজকের এই ঝামেলা। এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয় সূত্রে। আদৌ কি এ ঘটনা সত্য নাকি এর পেছনে রয়েছে আর অন্য কিছু রহস্য? সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ।

চলে যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক, রেখে যাচ্ছেন অজস্র স্মৃতি

সকালের শিরোনাম
আবদুল হাই
সোনামুখী

স্মৃতিতে মহান এক প্রধান শিক্ষকের কাহিনী, যিনি একজন সত্যিকারের অভিভাবক। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে কিছু মানুষ এমন থাকেন, যাঁদের অবদান শুধু পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাঁরা হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীদের জীবনগড়ার প্রকৃত কারিগর। সোনামুখী বি জে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন চোংরে তেমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব; যিনি ছিলেন কেবল একজন শিক্ষক নন, একজন অভিভাবক, একজন আশ্রয়স্থল, একজন অনুপ্রেরণার প্রতীক।

বিদ্যালয়ের রেজাল্ট বের হওয়ার দিন হঠাৎ এক ছাত্র এসে জানায়, তার ফলাফল সে পায়নি। শিক্ষক প্রশ্ন করেন, পরীক্ষার ফি জমা দিয়েছিস? ছাত্রটি মাথা নিচু করে জানায়, আমরা গরীব, টাকা নেই। তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি প্রধান শিক্ষক। নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে হাতে তুলে দেন ছাত্রটির হাতে।

বলেন, যা, জমা দে, রেজাল্টটা নিয়ে নে। এমন ঘটনাই তো একজন সত্যিকারের শিক্ষকের পরিচয় দেয়; যিনি দয়াময় হৃদয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্রকে শুধু পড়াশোনা নয়, মানবিকতা ও মর্যাদাও শেখান। কোনো দরিদ্র ছাত্র বই কেনার কথা বললে, প্রধান শিক্ষক তার হাতে তৎক্ষণাৎ বই কেনার জন্য টাকা তুলে দিতেন। তিনি জানতেন, শিক্ষা কেবল ধনী কিংবা সুবিধাভোগীদের অধিকার নয়, বরং সমাজের প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। তাই কেউ অভাবের কথা বললে তিনি পাশে দাঁড়াতেন নিঃসঙ্কোচে, নীরবে। তাঁর শাসন ছিল ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। কখনো ছাত্র বা ছাত্রীকে ধমক দিলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে বলতেন, কী ভুল হলো, আর সেটা কীভাবে শুধরে নেওয়া যায়। তাঁর শাসনের মধ্যেও যে কোমলতা ছিল, তা ছাত্রদের চোখে তাঁকে করে তুলেছিল একজন অভিভাবকের মতো। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নন, সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। সহনশীলতা, সহানুভূতি এবং নেতৃত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে বিদ্যালয়টি যেন ছিল একটি বড় পরিবার, যার অভিভাবক ছিলেন তিনি নিজেই। ২৯ এপ্রিল, যখন তাঁর চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবসে বিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো এক প্রীতি সম্মেলন, তখন যেন সময় থমকে দাঁড়াল। মে মাস পর্যন্ত তাঁর চাকরি রয়েছে, কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটির কারণে এটিই তাঁর শেষ দিন। শিক্ষক, শিক্ষিকা মণ্ডলী, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালনা সমিতির সদস্যরা মিলে আয়োজন করলেন এই সম্মেলন। সবাই একত্রিত হয়ে স্মরণ করলেন তাঁর অবদান, তাঁর মানবিকতা, আর অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবনে তিনি যে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। সম্মেলনের শুরুতে প্রার্থনার সময়, প্রধান শিক্ষকের চোখে অশ্রু এসে যায়। হয়তো তাঁর মনে ভেসে উঠছিল সেই ছাত্রদের মুখ, যাঁদের জীবনের পথ বদলে দিয়েছেন তিনি। হয়তো মনে পড়ছিল তাঁর আপন বিদ্যালয়ের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত। তিনি চলে যাচ্ছেন, কিন্তু রেখে যাচ্ছেন এমন এক শিক্ষা ও ভালোবাসার উত্তরাধিকার, যা বহু প্রজন্ম ধরে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর নাম। আমাদের চোখে, আমাদের হৃদয়ে;তিনি সর্বকালের সেরা প্রধান শিক্ষক।

পাকিস্তানের পতাকায় আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

মঙ্গলবার সকালে হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে দুর্গাপুরের এস বি মোড় এলাকায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা হল। পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের সদস্যরা এদিন রাস্তায় পাকিস্তানের ২৬টি পতাকা মেলে ধরেন এবং পাকিস্তানের পতাকাকে পায়ে তলায় মাড়িয়ে শেষে পতাকায় আগুন লাগানো হয়। তীব্র এই প্রতিবাদে সামিল হন হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের সদস্যরা। মঞ্চের পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভারতকে যারা দুর্বল করতে চাইছে তাদের প্রতি আমরা গর্জে উঠে এই প্রতিবাদ করছি। পাকিস্তান ভারতের সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি।

বৃদ্ধার সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানীগঞ্জ

রানীগঞ্জের খাটু শ্যাম মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিনব উপায়ে প্রতারণা করে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে সোনার অলংকার হাতিয়ে চম্পট দিল বাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতি। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। রানীগঞ্জ থানা এলাকার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির শ্যাম মন্দির লাগোয়া সদানন্দ চক্রবর্তী লেনের ঘটনা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় রানীগঞ্জ থানা ও পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেন্ট্রাল ২ বিমান কুমার মৃধা। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা যায়। ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ লক্ষ্য করে জানা যায়, এদিন দুই ব্যক্তি শ্যাম মন্দির সংলগ্ন অংশে এক প্রবীণ বৃদ্ধাকে গলির রাস্তা দিয়ে যেতে দেখার সময়, তাকে তার সঙ্গে থাকা অপর এক সঙ্গীকে কে রাস্তার সাধারণ মানুষ সাজিয়ে, প্রথমে তার কাছে থাকা সোনার গহনা ও মূল্যবান সামগ্রী দিতে বলেন। ওই ব্যক্তি দ্রুততা দিয়ে দেন। পরবর্তীতে ওই মহিলাকে জানান যে তারা পুলিশের লোক, সামনেই পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে সমস্ত এলাকায় জানানো হয়েছে যে সোনার গহনা পরে কেউ ঘোরাফেরা করতে পারবে না, তা আপনি জানেন না, সেজন্য গহনা গুলিকে খুলে, ভরে নিতে হবে। এই বলেই দ্রুত এক ব্যক্তি তার হাতে থাকা দুটি সোনার বালা গলার থাকা সোনার চেন ও একটি আংটি খুলে একটি কাগজের মোড়কে মুড়ে ফেলছে এমন বিষয় দেখিয়ে, ওই মহিলার হাতে তা ধরিয়ে দিয়ে চলে যান। পরে কিছুদূর যেতেই ওই মহিলা ওই মোড়ক লক্ষ্য করে দেখতে পান, যে ওই মোড়কের মধ্যে প্লাস্টিকের কিছু চুড়ি ও সামগ্রী মুড়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন তার সাথে প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। এর পরই তিনি পাড়া-প্রতিবেশী ও নিজের পরিজনেদের বিষয়টি জানালে তারা দ্রুত পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আর এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনায় পুলিশ সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে।

বাইকে সওয়ার সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জগন্নাথধামের জন্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে দিঘায় জগন্নাথ ধাম। ৩০ এপ্রিল বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সৈকত দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমুদ্র সৈকত দীঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ও ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি পেট্রোল পাম্প থেকে জামদা হরিমঞ্চ পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। বাইক মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালিপদ সরেন, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল মূর্মু, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আর্য ঘোষ, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা প্রমুখ। মিছিলে সামিল হয়েই নিজেই বাইক চালিয়ে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করে উদ্বোধন করার জন্য

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানান ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি।

স্থানীয়দের বাধার মুখে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রেলের

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

অন্ডালের কাজোড়া মোড় সংলগ্ন রেলের জমিতে বসবাসকারীদের স্বেচ্ছায় উঠে যাওয়ার জন্য ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় জমি খালি না করলে উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়েছিল রেল। সেই মতো ১৫ এপ্রিল কাজোড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে আসে রেল আধিকারিকেরা। কিন্তু সেই দিন রেলের জমিতে বসবাসকারী ও স্থানীয় মানুষজন প্রতিরোধে নামে। প্রবল বিরোধিতার কারণে সেদিন পিছু হটতে হয়েছিল রেল'কে। সেদিন আধিকারিকেরা উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রেখে জানিয়েছিল আরও এক মাস সময় দেওয়া হলো। এই সময়সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় রেলের জমি খালি করে দিতে হবে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই আরপিএফ নিয়ে এলাকায় হাজির হন রেল আধিকারিকেরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমান রেলের জমিতে বসবাসকারীদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজন। আধিকারিকেরা বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি ভাঙতে উদ্ধত হলে বুলডোজারের সামনে রুখে দাঁড়াই স্থানীয়রা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আধিকারিক ও আরপিএফ-এর সাথে বচসাতে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয়রা। প্রবল বিরোধিতায় উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রেখে এদিন ফিরে যান রেল আধিকারিকেরা।

জগন্নাথধাম উদ্বোধন, চাঙ্গা ফুলের বাজার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

চৈত্র মাসে বিয়ের লগ্ন না থাকার কারণে ফুল জলের দরে বিক্রি হচ্ছিল। রং-বেরঙের বিভিন্ন ফুল ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছিল চাষী-ব্যবসায়ীরা। বাংলা নববর্ষে সেই ফুলের খানিকটা দাম বাড়তে শুরু করে। এরপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন এবং অক্ষয় তৃতীয়ার কারণে ফুলের দাম খানিকটা বেড়েছে বলে জানালেন ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ীরা। সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, গ্রীষ্মের মরশুমে এমনিতেই ফুলের বেশি ফলন হয়ে থাকে। চৈত্র মাসে সেই অর্থে বিয়ের লগ্ন সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য না থাকায় ফুলের দাম একেবারে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিল। দীঘার জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন ও অক্ষয় তৃতীয়ার জোড়াফলার কারনে জেলার ফুলবাজারগুলিতে ফুলের বাজার ছিল অনেকটা চাঙ্গা। কোলাঘাট-দেউলিয়া-পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন ফুলবাজারে আজ রজনীগন্ধা-১৩০ টাকা কেজি, দোপাটি-৪০ টাকা কেজি, গাঁদা-৩৫ টাকা কেজি, পদ্ম-৫০ টাকা পিস, বেল-৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি, গোলাপ-২ টাকা পিস দরে বিক্রি হয়েছে। পাঁশকুড়ার ফুলচাষী গনেশ মাইতি, দেউলিয়ার ফুলব্যবসায়ী অজিত মন্ডল, কোলাঘাটের ফুলচাষী বিশ্বজিৎ মান্নারা জানালেন, চৈত্র মাসে ফুল বিক্রি করে ফুল তোলার খরচটুকুও উঠেনি। বাংলা নববর্ষের পর খানিকটা দাম বাড়তে শুরু করেছিল, বর্তমানে ফুলের বাজার খানিকটা চড়া হয়েছে। তবে জেলায় ফুল থেকে উপজাত সামগ্রী তৈরীর বন্দোবস্ত থাকলে যে সময় ফুল অ'বিক্রি থাকে, সেই সময় লোকসানের মুখে পড়তো হত না।

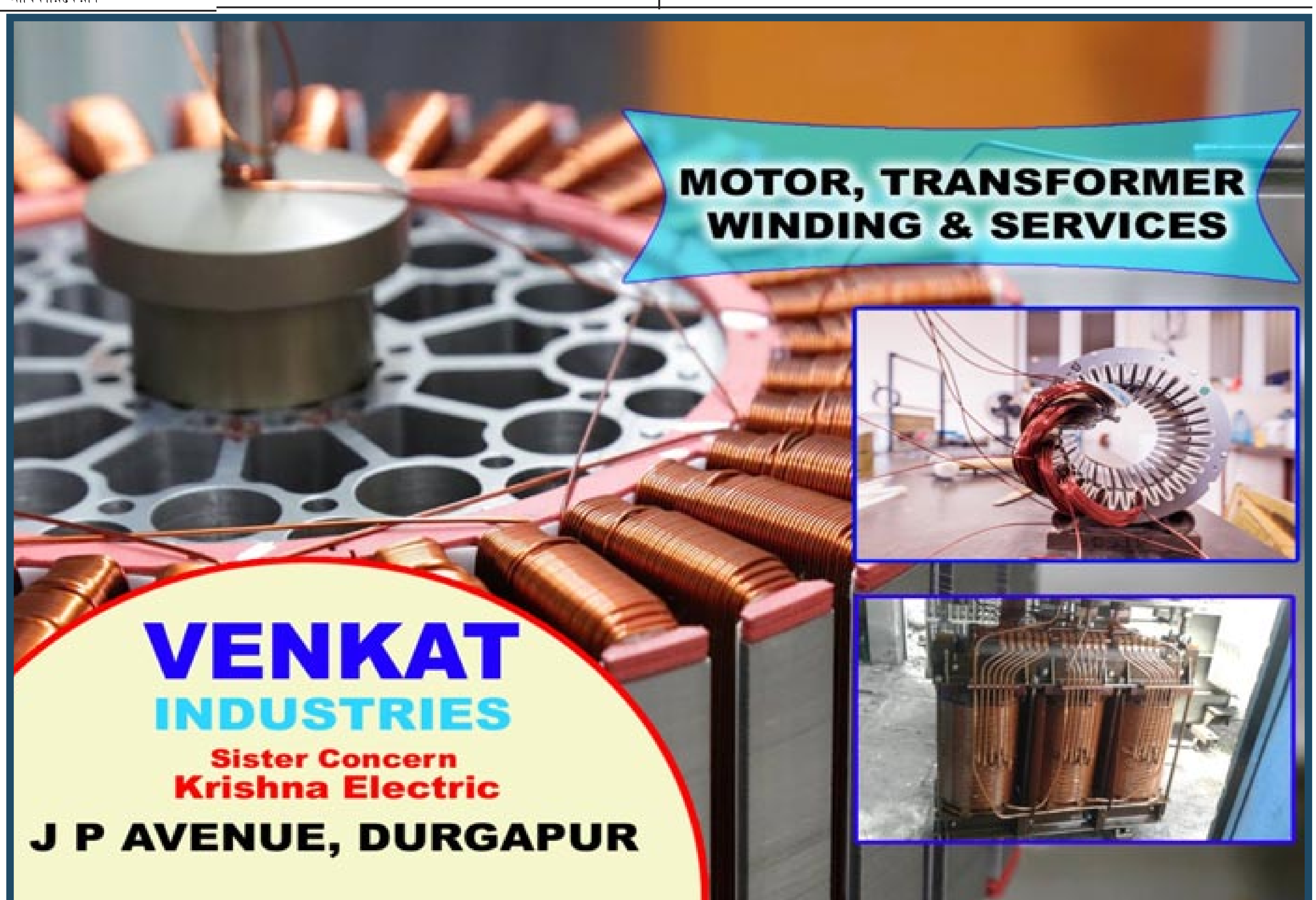

বৃক্ষসখা জন্মমাস

সকালের শিরোনাম
অভিজিৎ হাজরা
উলুবেড়িয়া

আরেফা খাতুন এই বছর বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। এপ্রিল মাসে আরেফার জন্ম মাস। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং প্রথা অনুযায়ী (বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশুর নামেই থাকবে একটি করে গাছ, যেটা সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার জন্ম মাসে রোপন করবে। এবং শিশুটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৬ বছর তার রোপন করা গাছটিকে পরিচর্চা করে বড়ো করে তুলবে। প্রতিবছর শিশুটির জন্ম মাস পালিত হবে তার সখা, বন্ধু গাছের গোড়ায়। যার প্রতীকী নাম - 'বৃক্ষসখা জন্মমাস') আজ আরেফা তার জন্মমাসে একটি ঔষধি গাছ (হরীতকী) রোপন করলো। আজ থেকে আরেফা হরীতকী গাছটিকে তার বন্ধু গাছ হিসাবে আপন করে নিলো একটি রাখি পরিয়ে। আজ থেকে প্রতিদিন (যতদিন আরেফা এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে) ও ওর বন্ধু গাছের পরিচর্চা করবে। আর প্রতিবছর এপ্রিল মাসে ওর জন্মমাসে আরেফার সখা বন্ধু গাছের গোড়ায় আরেফার জন্মমাস পালন হবে - বৃক্ষসখা জন্মমাস। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত জানান, এই বৃক্ষসখা জন্মমাস শুরু হয়েছে ২০১৬ সাল থেকে। আজ বিদ্যালয় বিভিন্ন ফুলের, ফলের গাছ, ঔষধি গাছে ভর্তি। সাথে রয়েছে সন্তান সম শিশুদের আনন্দ কলরব।

ফিরে পাওয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
অন্ডাল

অন্ডাল থানায় অনুষ্ঠিত হয় 'ফিরে পাওয়া' অনুষ্ঠান। সাইবার প্রতারণায় হারানো ৯ লক্ষ টাকা ও ৪০টি মোবাইল উদ্ধার করে সেগুলি বেনিফিসারিদের হাতে ফেরত দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন সিআই পিন্টু মুখোপাধ্যায়, এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা, অন্ডাল থানার আধিকারিক মেঘনাথ মন্ডল সহ অন্যরা।

লরি'র ধাক্কায় মৃত্যু চাষীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দেগঙ্গা

সাতসকালে দেগঙ্গা থানার মাটিকুমড়া এলাকায় পৃথিবা রোডে পাথর বোঝাই লরি'র ধাক্কায় মৃত্যু হল চাষীর। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম জিয়ারুল মল্লিক(৫২)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে সাইকেল চেপে পিয়ারা নিয়ে বেড়াচাঁপা বাজারে যাচ্ছিলেন জিয়ারুল। মাটিকুমড়া এলাকায় একটি পাথর বোঝাই লরি পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। লরির পিছনের চাক্কায় পড়ে চাষীর মাথা থেঁতলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ঘাতক লড়িটিকে তাড়া করে ধরে ফেলে স্থানীয়রা।

খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দেগঙ্গা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ঘাতক লরি ও চালককে আটক করে নিয়ে যায় দেগঙ্গা থানায়।

জন্মদিনে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত স্মরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

মঙ্গলবার মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থার মেদিনীপুর টাউন আঞ্চলিক ইউনিটের উদ্যোগে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মহান সন্তান বীর বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের ১১৬ তম জন্মদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। এদিন সকালে মেদিনীপুর কলেজ-কলেজিয়েট ময়দান সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে কলেজ মাঠ সংলগ্ন এলাকা এবং গোলকুঁয়ার চকে অবস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তিতে মাল্যদান পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক মন্টুরাম জানা, অনাদি কুমার জানা, পরিমল মাহাত, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অমিত কুমার সাহু, ইউনিট সম্পাদক তারাপদ বারিক, সহ-সভাপতিদ্বয় অমিতাভ দাস ও শঙ্কর চন্দ্র সেন সহ-সম্পাদকদ্বয় দেবী প্রসাদ নন্দী ও সুদীপ কুমার খ ড়াঁ, সহ কোষাধ্যক্ষ ডাঃ অরূপ কুমার দাস, কার্যকরী সমিতির সদস্য ডাঃ অসীম কুমার মাইতি, ইউনিট সদস্য অধ্যাপক অজিত কুমার বেরা প্রমুখ।

জঙ্গলে কাজুবাদামের খনি, নেই প্রসেসিং ইউনিট, লক্ষ্মীলাভের সুযোগ হারাচ্ছে গ্রামবাসীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের জঙ্গলে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কাজুবাদাম গাছ। প্রতিদিনই এই গাছ থেকে পাড়া হচ্ছে শত শত কাঁচা কাজুবাদাম। বনদপ্তরের নজর এড়িয়েই তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাজারে। এই কাজুবাদামের উপর ভর করে আউশগ্রামে যদি গড়ে উঠতো একটি ছোটো কাজু প্রসেসিং ইউনিট, তবে পাল্টে যেতো এলাকার অর্থনীতি। তৈরি হতে পারতো বহু মানুষের কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বিকল্প আয়ের রাস্তা খুলে যেতে পারতো। আউশগ্রামের জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এক একর জমিতে রয়েছে প্রায় ১০০টির কাছাকাছি কাজু গাছ। এই গাছগুলো থেকে মরশুমে প্রতিদিন কুড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে কাঁচা কাজুবাদাম। স্থানীয়রা জানান, দীঘা থেকে আসা মহাজনদের হাতে এই কাজু প্রতি কেজি ১৫ টাকা দরে বিক্রি হয়। সারাদিনের পরিশ্রমে আয় হয় মাত্র ১০০ টাকার মতো। স্থানীয় বাসিন্দা সঙ্গীতা কর্মকার ও অর্চনা কর্মকার বলেন, তসারাদিন জঙ্গলে ঘুরে কাজু কুড়োতে হয়। তারপর সেগুলো বিক্রি করি মহাজনদের কাছে। যদি আমাদের আউশগ্রামেই কাজু প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে সংসারে একটু বাড়তি আয় হত।

আউশগ্রামে কাজু কেনার জন্য প্রতিবছর মরশুমে আসেন দীঘা ও কাঁথি এলাকার ব্যবসায়ীরা। তাঁরা এখ ান থেকে ৮-১০ কুইন্টাল পর্যন্ত কাজু সংগ্রহ করে লরিতে তুলে নিয়ে যান দীঘায়। সেখানেই আছে তাঁদের মেশিন, সেখানে কাজু প্রসেসিং হয় এবং বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। দীঘা থেকে আসা ব্যবসায়ী শেখ আবদুল সাত্তার জানান, তআমরা বহু বছর ধরেই আউশগ্রামে কাজুবাদাম কিনতে আসি। এখানকার কাজুর মান ভালো। তবে প্রসেসিংয়ের কোনও সুযোগ নেই, তাই দীঘাতেই সেই কাজটা করতে হয়।দ পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় অন্তত ৭০০টি কাজুবাদাম প্রসেসিং ইউনিট রয়েছে। এক সময় ভূমিক্ষয় ঠেকাতে শুরু হওয়া এই কাজুবাগান এখন কাঁথি-দীঘা অঞ্চলের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। সেখানে বহু মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা যুক্ত আছেন কাজু প্রসেসিং শিল্পের সঙ্গে। আউশগ্রাম বিট অফিসার তাপস মাহাত বলেন, তআমাদের এখানে আগে টেন্ডারের মাধ্যমে কাজু সংগ্রহ হত। এখন আর সেটা হয় না। স্থানীয়রাই গাছ থেকে কুড়িয়ে বিক্রি করেন। তবে প্রসেসিং ইউনিট গড়ার বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।দ দেশজুড়ে কাজুবাদামের উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় স্থানে। ২০২২-২৩ সালে দেশে ৮১০ হাজার টন কাজু উৎপন্ন হয়। অথচ এই বিপুল বাজারের সুযোগ নিতে পারছে না পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম। এখানকার লালমাটি কাজুবাদামের চাষের জন্য আদর্শ হলেও, গড়ে ওঠেনি কোনও সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ। আউশগ্রামের স্থানীয় মানুষের একটাই দাবি, এখানে একটি কাজুবাদাম হাব গড়ে উঠুক। এতে যেমন গ্রামীণ মহিলাদের হাতে আসবে বিকল্প আয়, তেমনই এই এলাকার মানুষ স্বনির্ভর হবে।তেমন অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি হবে। বনজ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে উদাহরণ তৈরি করতে পারে আউশগ্রাম। আউশগ্রামের কাজুবাদাম এখন শুধুই জঙ্গলমুখী সংগ্রহ এবং দালাল নির্ভর বিক্রির ফাঁদে বন্দি।

এই অঞ্চল থেকে কাজু সংগ্রহ করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তার প্রসেসিং ও বিক্রয় চলছে বছরের পর বছর। যদি আউশগ্রামেই গড়ে ওঠে ছোটো-মাঝারি কাজু প্রসেসিং ইউনিট, তবে বদলে যেতে পারে এই গ্রামীণ জনপদের অর্থনীতি। রাজ্য সরকারের একটি পদক্ষেপেই খুলে যেতে পারে বহু দরিদ্র পরিবারে আশার জানালা।

জঙ্গী হামলার কঠোর নিন্দা সিপিডিআর-এর

সকালের শিরোনাম
বাইজিদ মন্ডল
ডায়মন্ড হারবার

জম্মু-কাশ্মীরের পাহালগাঁও-এ জঙ্গী হামলার প্রতিবাদে সিপিডিআর-এর পক্ষ থেকে বাসুল ডাঙ্গায় নিজ অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে তার কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। এই সংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিডিআর-এর সেক্রেটারি সেন্ট্রাল কমিটি নুর নবী শেখ, স্টেট মহিলা সেক্রেটারি মেনোকা মন্ডল সহ জেলা নেতৃত্ব। সেক্রেটারি নুর নবী শেখ বলেন, যারা এই জঘন্য কাজে যুক্ত, তাদের প্রত্যেকের কঠিন সাজা দিতে হবে। তাদের অশুভ পরিকল্পনা কখনই সফল হবে না। তিনি বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগাঁও-এ যে জঙ্গী হামলা হয়েছে আমি কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করি। স্বজনহারা পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাই। যারা এই জঘন্য কাজে যুক্ত তারা যেন কেউ রেহাই না পায়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ এবং তাদের অশুভ পরিকল্পনা কখনই সফল হবে না। পাশাপাশি তিনি বলেন দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করতে বিজেপি রাজনৈতিক দল দেশ চালাচ্ছে, তাদের অপশক্তির বিরুদ্ধে গনতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আমরা তার প্রতিবাদ জানাই এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেন। স্টেট মহিলা সেক্রেটারি মেনকা মন্ডল জানান, এই দেশে আমার বাপ ঠাকুর দা সহ আমরা ছোট থেকে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-শিখ সহ সকল ধর্মের মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করি এবং একই কলে জল খাই ও মাঝে মধ্যে একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়াও করি, এই সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করতে দেব না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

জগন্নাথ দেবের পুজোয় খোল বাজিয়ে কীর্তন জ্যোতিপ্রিয়'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাবড়া

খোল বাজিয়ে কীর্তন করে সবার মন কাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। হাবড়া চাল বাজারে অবস্থিত দূর্গা মন্দিরে জগন্নাথ দেবের পুজোর আয়োজন করা হল হাবড়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজর পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার

এই পূজো মণ্ডপ প্রাঙ্গণে এসে খোল বাজিয়ে কীর্তন করে সবার মন কাড়লেন তিনি। এদিন পুজোর পাশাপাশি হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। হাবড়াবাসীর মঙ্গল কামনায় এই পুজো ও হোম যজ্ঞ এমনটাই জানালেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পূজোর পাশাপাশি কীর্তন করেন ভক্তরা, সেই কীর্তনে খোল বাজাতে দেখা যায় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। পাশাপাশি ভোগের খিচুড়ি প্রসাদ মাথায় করে নিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি জানান, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলছে পুজো ও হোম যজ্ঞ, এখানেও এই পুজো হচ্ছে।

রাজ্য এবং হাবড়ার সমস্ত মানুষকে প্রভু জগন্নাথ ভালো রাখুক এই কামনা করেন তিনি।

পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বৈসরনে পর্যটকদের উপরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় কাশ্মীরি। ঘটনার সাতদিন কেটে গেলেও নৃশংসতা ও ঘৃণ্য ঘটনার রেশ যেন কাটেনি। প্রতিদিনই প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন ভারতের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিভিন্ন মঞ্চের মানুষরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়, ক্ষোভ দেখায়। বারাসাত স্টেশন থেকে কলোনি মোড় পৌঁছে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পাকিস্তানের পতাকা জ্বালিয়ে তাদের এদিনের অবরোধ কর্মসূচি শেষ করলেও যুব কংগ্রেস নেতা নীলাভ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কেন্দ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

বনগাঁয় গ্রেফতার চার বাংলাদেশী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বনগাঁ

বনগাঁয় গ্রেফতার চার বাংলাদেশী। চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কাজের খোঁজে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার তিন মহিলা ও এক ব্যক্তি সহ চারজন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার কর্মরত পুলিশ টহল দেওয়ার সময় মতিগঞ্জ এলাকায় তিন মহিলা ও এক পুরুষ ব্যক্তি কে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পায়। সন্দেহ হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তারা জানান যে বাংলাদেশ থেকে তারা ভারতে কাজের সন্ধানে এসেছে। ধৃতদের নাম সুমি মোল্লা, সাবিনা মোল্লা, আলীফা মোল্লা, বিপ্লব মোল্লা। এরপরই এই চার বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক অভিযুক্ত চারজনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পাঁশকুড়াতে কংগ্রেসের ব্লক সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাঁশকুড়া

মঙ্গলবার পাঁশকুড়া বন্ধন গেস্ট হাউসে পাঁশকুড়া ব্লক কংগ্রেসের একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঁশকুড়া গ্রামীণ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি রামপদ সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মানস কর মহাপাত্র, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ রায়, কোষাধ্যক্ষ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান সেক সফিরুদ্দিন খান কংগ্রেস নেতা তরুণ সামন্ত, মুসলেম আলী, পাঁশকুড়া শহর কংগ্রেসের সভাপতি অজিত সাহু, কার্যকরী সভাপতি তবারক আলী, মহিলা নেত্রী আত্তরী বিবি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ। পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদি হামলার ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় নীরবতা পালন করা হয় এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে সভা শুরু হয়।

সভায় স্থির হয় অতি সত্বর বিএলএ নিয়োগ ও বুথ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনকে শক্তিশালী করা হবে। এআইসিসির নির্দেশ মত আগামী ৭ মে তমলুকে সংবিধান বাঁচাও পদযাত্রা ও সমাবেশে সবাই অংশগ্রহণ করবেন।

কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্মুখীন কৃষকরা

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

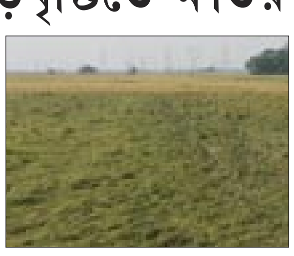

কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টির দাপটে ক্ষতি হয়েছে কয়েক হেক্টর চাষের জমি। দু'দিন ধরে কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির দাপটে ধান সহ রবি চাষের ব্যপক ক্ষতি হলো আরামবাগ জুড়ে। গত দু'দিনে চাষের জমিতে জল জমে যায়, পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার ফলে নুইয়ে পরে ধান গাছ, আর সেই জমা জলে ধান গাছ নষ্ট হয়ে পরে। তবে শুধুমাত্র ধান গাছ নয়, পাশাপাশি নষ্ট হয়ে গেছে কয়েক বিঘা ফসলের চাষ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন সহ অন্যান্য ফসল। মুলত আরামবাগের গোঘাট ১ নং বালি অঞ্চলের গোঘাট সহ পুড়শুড়া, খানাকুল, প্রভৃতি এলাকার মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে, বুলবুলের দাপটে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা খুবই সমস্যার মধ্যে পরতে হয়েছে চাষিদের। কৃষকদের দাবি, আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তাতে সরকারের পক্ষ থেকে যদি আর্থিক সহযোগিতা করে তাহলে আমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হব। তাই চাষিরা এখন সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য। কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক বিপর্যয় হওয়ায় এলাকার কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। ক'দিনের টানা বৃষ্টিতে বিশাল ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন আরামবাগ মহকুমা এলাকার কৃষকেরা। আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়া, খানাকুল, গোঘাট, আরামবাগ সহ মোট চারটি থানার অধিকাংশ মানুষই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল।

গোপীনাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেবের পুজো দিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

সকালের শিরোনাম
রাজকুমার ঘোষ
কালনা

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ(বুধবার) দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণলগ্নে সমুদ্রের তীরে জগন্নাথ মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হবে। যদিও মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আগেই পৌঁছেছেন দিঘায়। মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গোটা দিঘাজুড়ে সাজো সাজো রব। আলোয় ভরিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মন্দির চত্বর। ভক্তদের ভিড় সামলাতে আগে থেকেই সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গোটা রাজ্যের মানুষ এখন সেই মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায়। জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার মহাযজ্ঞের দিনে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুর অঞ্চলের গোপীনাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেবের পুজো দেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় লাইভ অনুষ্ঠান দেখানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও যাতে এর মধ্যে সামিল করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলে জানা গেছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিলেন রাজ্যের মানুষ। জগন্নাথ দেবের মন্দির দিঘাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে।

এতদিন প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শনের জন্য অনেক টাকা খরচ করে পুরিতে যেতেন। ভক্তদের কথা মাথায় রেখেই মুখমন্ত্রী দিঘায় পুরীর মন্দিরের মতোই মন্দির নির্মাণ করেছেন। এতে ভক্তদের জগন্নাথ দর্শন আরো সহজ হয়ে যাবে।

আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার চেষ্টা মহিলাদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ন্যাজাট

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট অন্তর্গত কানমারির ঘাসিপারা এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের মদতেই কর্মীরা অবৈধভাবে খাল দখল করে বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করছিল। পুলিশকে জানিয়ে কোন সূরাহা না হওয়ায় মঙ্গলবার নির্মীয়মান ওই বাড়ির সামনে প্রথমে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর নির্মীয়মান বাড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করে এলাকার ক্ষিপ্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো ন্যাজাট অন্তর্গত কানমারির ঘাসিপারা এলাকায়। এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের অভিযোগ, এই এলাকার সুকুমার বাড়ুই, মৃত্যুঞ্জয় বাড়ুই সহ বেশ কিছু এলাকার তৃণমূলের কর্মীরা দলের উঁচু স্তরের নেতাদের মদতে অবৈধভাবে খাল দখল করেছে। এলাকার মানুষদের রীতিমতো হুমকি দেখিয়ে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে জোর করে সেই খালে মাটি ফেলে ভরাট করেছে। এমনকি সেখানে অবৈধভাবে বাড়ি তৈরির চেষ্টাও করছে তারা। তাই এদিন প্রতিবাদে নির্মীয়মান ওই বাড়ির সামনে প্রথমে এলাকার ক্ষিপ্ত মহিলারা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ দেখানোর পর নির্মীয়মান ওই বাড়িটি ভাঙার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে বাড়ি ভাঙার আগেই ঘটনাস্থলে আসে ন্যাজার থানার পুলিশ। তারা এসে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় এবং সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেয়।

মা-মাটি-মানুষ ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকব - মমতা

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
দিঘা

মা-মাটি-মানুষের জন্য পুজো দিলাম। মা-মাটি-মানুষ ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকব। মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের হাতে আরতিও করেন তিনি। উড়ল ধ্বজাও। দিঘার বহু প্রতিক্ষীত জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তার আগে মঙ্গলবার শুরু হয় মহাযজ্ঞ। মঙ্গলবার দুপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন মহাযজ্ঞে। পূর্ণাহুতির পরে মমতা বলেন, সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষ এসেছেন এখানে। প্রত্যেকেই আমাদের অতিথি। ধর্ম কখনও মুখে প্রচার করে হয় না। ধর্মে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার জিনিস। মা-মাটি-মানুষ ভাল থাকলে আমি ভাল থাকব। তাই সকলের হয়ে প্রার্থনা করছি। গত ২৫ এপ্রিল থেকেই শুরু হয়েছে পুজো পাঠ। ওই দিন বাস্তু হোম করা হয়েছে। গত ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল নিয়ম মেনে হয় কলস যাত্রা। আয়োজন হয় কীর্তনেরও। আর আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞ শেষ হতে হতে সন্ধে হবে। যজ্ঞ শেষে সন্ধে নাগাদ ফুলে সাজানো বিছানায় শোয়ানো হবে জগন্নাথের মূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বুধবার বেলা আড়াইটে থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ৩টের সময় দ্বার উদ্‌ ঘাটন ও প্রাণ প্রতিঢঠা রয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিধান অনুযায়ী তা করবেন পুরীর রাজেশ দৈতাপতি। তার পর ৫ মিনিটের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হবে। তার পরে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মন্দির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকতে জেলা, রাজ্য, প্রতিবেশী রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী যাবেন সৈকত শহর দিঘায়। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুয়ায়ী, আজ বিশ্বশান্তির জন্য শুরু হয় মহাযজ্ঞ। ১০০ কুইন্টাল আম ও বেলকাঠ এবং ২ কুইন্টাল ঘি পোড়ানো হয়। দু'বেলা পুজো এবং হোমযজ্ঞ চলছে। পুরীর মন্দির থেকে ৫৭ জন জগন্নাথদেবের সেবক এবং ইসকন থেকে ১৭ জন সাধু তাতে শামিল হয়েছেন। যজ্ঞের সময় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মমতার ভ্রাতৃবধূ লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে পূর্ণাহুতির পরে পুরোহিতদের হাতে শরবতের গেলাস তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাইক আরহিকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, আহত ১৬

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুর গ্রামীণ থানার সাঁকোয়া এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। রাইপুর-কাঁথি গামী যাত্রীবাহী বাসটি খড়্গাপুর থেকে বেলদার দিকে যাওয়ার সময় খড়্গাপুর গ্রামীণ থানার সাঁকোয়া এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে এক বাইক আরোহী আচমকা রাস্তা পার হওয়ার জন্য যাচ্ছিল। সেই সময় বাসটি ঘটনাস্থলে চলে আসে। বাসের চালক বাইক আরোহীকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়্গাপুর গ্রামীন থানার পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ওই বাসে থাকা ৩৫ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে ১৫ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই ১৫ জনের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা

আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেই তিন জনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে বাইক আরোহী স্বপন কুন্ডুও আহত হয়েছে। তবে বাস চালকের জন্য ওই বাইক আরোহীসহ বাসের যাত্রীরা কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে বাসে থাকা যাত্রীরা জানান।

বিপুল পরিমাণ কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই অস্ত্র ব্যবসায়ী এসটিএফের জালে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে বিপুল পরিমাণে তাজা কার্তুজ সহ বেঙ্গল এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার দুই অস্ত্র ব্যবসায়ী। উদ্ধার দু'টি পিস্তল সঙ্গে ২৫২ পিস কার্তুজ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের একটি দল বসিরহাট থানার বসিরহাট পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের সিশোনা দাস পাড়ায় একটি বাড়িতে হানা দেয়। সেই বাড়িতে হানা দিয়েই বিপুল পরিমাণে কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে রাজ্য এসটিএফ। তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকেই দীপ্তজিৎ সেন এবং কাজল মুখোপাধ্যায় নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জেরায় তারা তাদের বাড়িতে অস্ত্র রাখার

বিষয়টি স্বীকার করে। উদ্ধার হয় দুটি ৭ এম এম সেমি অটোমেটিক পিস্তল ও ২৫২ রাউন্ড কার্তুজ। ধৃত দু'জনকে গ্রেফতার করে বসিরহাট থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। দৃত দুই জনকে বসিরহাট মহকুমা আদালত তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

ভারত বিদ্বেষ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, আটক অভিযুক্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

ভারত বিদ্বেষ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা নদীয়ার শান্তিপুরে। ভারতবর্ষের মাটিতেই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দোষীর অবিলম্বে শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে দফায় দফায় বিক্ষোভ করতে থাকে আমজনতা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত কে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় সেনাদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, পাকিস্তানের সেনাদের দেখে ভারতীয় সেনারা বর্ডার থেকে পালিয়েছে, এমনটাই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় নদীয়ার শান্তিপুর জুড়ে। অভিযোগ, নদীয়ার শান্তিপুরের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের টেংরিডাঙ্গা গ্রামের শরীফ শেখ নামে এক যুবক এই ধরনের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ার এই পোস্ট যখন সামনে উঠে আসে তখনই প্রতিবাদে সড়ব হয় একশ্রেণীর মানুষ। পরবর্তীতে কয়েকশো মানুষ একত্রিত হয়ে শান্তিপুর থানায় এসে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। প্রায় ঘন্টা খানিক থানার সামনে বসে চলতে থাকে বিক্ষোভ।

মূলত দাবি, ভারতের মাটিতে থেকে এত ভারত বিদ্বেষ কেন, ওই যুবকের সাথে জঙ্গিদের যোগসাজোস রয়েছে।

অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। শুধু গ্রেপ্তার নয়, দেশদ্রোহিতা মামলা দিয়ে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

আগুনে পুড়ে ছারখার গোটা একটি বসত ঘর। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে অনুমান। অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা গোটা পরিবারের। নদীয়ার শান্তিপুরের ঘোড়ালিয়া নরসিংহ নগর বিহারিয়া মঠপাড়া এলাকার ঘটনা। জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন পাল তিনি মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন। সোমবার রাতে কুয়ো তৈরীর পাট পোড়ানোর কাজ চলছিল, হঠাৎই আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে তার বাড়িতে। তৎক্ষণাৎ

গোটা ঘরে আগুন লেগে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে একই সাথে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং কিভাবে আগুন লাগল তার তদন্ত করে। পরিবারের দাবি, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে তাদের কোনরকম সংসার চলে, কিন্তু হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় এখন সর্বস্বান্ত তারা।

পাল্টা জবাব দেবে ভারত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফুলিয়া

জঙ্গি হামলার নিন্দা জানিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হলো পাকিস্তানি জাতীয় পতাকা। পোড়ানোর আগে থুথু দিয়ে মারা হলো লাথি। এবার ভারতীয়রা দেখিয়ে দিল বুকের পাটা। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার নিন্দা জানিয়ে পরপর ২৬টি পাকিস্তানের পতাকায় থুতু লাথি দিয়ে পুড়িয়ে দিল ভারতীয়রা। জঙ্গিদের গুলিতে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া হলো নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার জনরঞ্জন কেন্দ্রের সামনে। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চ্যাটার্জী। শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তীর সহ একাধিক সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষ। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে কাশ্মীরের পেহেলগাঁও-তে জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দুদেরকে গুলি করে হত্যা করে। গোটা দেশজুড়ে তার নিন্দার ঝড় শুরু হয়। ভারতবাসীরাও পাকিস্তানী জঙ্গিদের পাল্টা আক্রমণ করে। এবার সেই পাকিস্তানি জেহাদি জঙ্গিদের নিন্দা জানিয়ে ভারতীয় শহীদ হিন্দুদের ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি তাদের আত্মার শান্তির কামনায় বাতি জ্বালানো হয়। এরপরেই পাকিস্তানের একাধিক পতাকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, জিহাদি শক্তি ইসলামী সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আর সেই সন্ত্রাসের একটা অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে হিন্দুদেরকে খতম করো। জামা কাপড় খুলে হিন্দু কিনা সেটা চিহ্নিত করে তারপর হিন্দু পুরুষদের খুন করা হচ্ছে। এর থেকে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে। সেই কারণেই হিন্দুদের একত্রিত হতে হবে।

বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন সিপিআইএম-এর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

বিদ্যুৎ দপ্তর বেসরকারী করন এবং স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে ডেপুটেশন এবং অবস্থান-বিক্ষোভ সিপিআইএমের। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকার শ্রমিক কৃষক বিরোধী। এই দুই সরকার জনগণের কোনদিন কাজ করেনি। তাই স্মার্ট ইলেকট্রিক সিটি মিটার প্রকল্প বাতিলের দাবিতে এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে নদীয়ার শান্তিপুর বিদ্যুৎ অফিসে গণডেপোটেশন সিপিআইএম শান্তিপুর এরিয়া কমিটির তরফে। মঙ্গলবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত ঘোষ এবং শান্তিপুর এরিয়া কমিটির আহ্বায়ক সৌমেন মাহাতো সহ সিপিআইএমের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। বিদ্যুৎ দপ্তরে তরফে কিছুদিন আগে থেকে দেখা যায় যে পুরনো মিটার বাড়িতে থাকলেও সেই মিটার বাতিল করে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। যার কারনে বিলম্বনাই পড়েছে গ্রাহকরা। তাদের দাবি, এই স্মার্ট মিটার বসানোর কারণে বৈদ্যুতিক বিলের খরচা যেমন অধিক পরিমাণে বেড়েছে, তেমন কিভাবে তারা বিদ্যুৎ বিল মেটাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। পাশাপাশি তাদের দাবি কোনরকম নোটিশ ছাড়াই তাদেরকে না জানিয়ে এই মিটার বদল করা হয়েছে। কিছুদিন আগেই এই অভিযোগ তুলে একাধিক গ্রাহকরা বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। মূলত এবার তার প্রতিবাদ জানিয়ে শান্তিপুর সিপিআইএম এরিয়া কমিটির তরফে শান্তিপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে। মূলত তাদের দাবি অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে বেসরকারি করন তাও বাতিল করতে হবে। এ বিষয়ে শান্তিপুর এরিয়া কমিটির আহবায়ক সৌমেন মাহাতো বলেন, এই স্মার্ট মিটার বাতিল করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরে আমরা ইতিমধ্যে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এই স্মার্ট মিটার ব্যবহারের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। এই স্মার্ট মিটার জনবিরোধী এবং মানুষের স্বার্থ বিরোধী। আগামী দিনে মানুষ বিদ্যুতের বিল দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে।

ঝড়ের তাণ্ডবে হোগল নদীতে বোট উল্টে নিখোঁজ ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
, জয়নগর

প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুতের ঝলকানি, বিকট শব্দে হুড়মুড় করে পড়ছে বাজ। এমত অবস্থায় পর্যটকদের নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে ফিরছিল একটি ট্যুরিষ্ট বোট। প্রবল ঝড়ের গতিতে বেসামাল হয়ে পড়ে। সুন্দরবনের হোগল নদীতে তখন বিশাল ঢেউ। তিনটি নদীর সংযোগস্থল পুরন্দর এলাকায় উল্টে যায় পর্যটকদের বোট এমভি সারদা। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার সোনাখালি সংলগ্ন হোগল নদী বক্ষের পুরন্দর এলাকায়। দুর্ঘটনার সময় বোটে ছিলেন রাঁধুনি ও তাঁর হেলপার, চালক ও তাঁর হেলপার এবং একজন ক্যাটারিং স্টাফ। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে করে উদ্ধার করে। তাদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

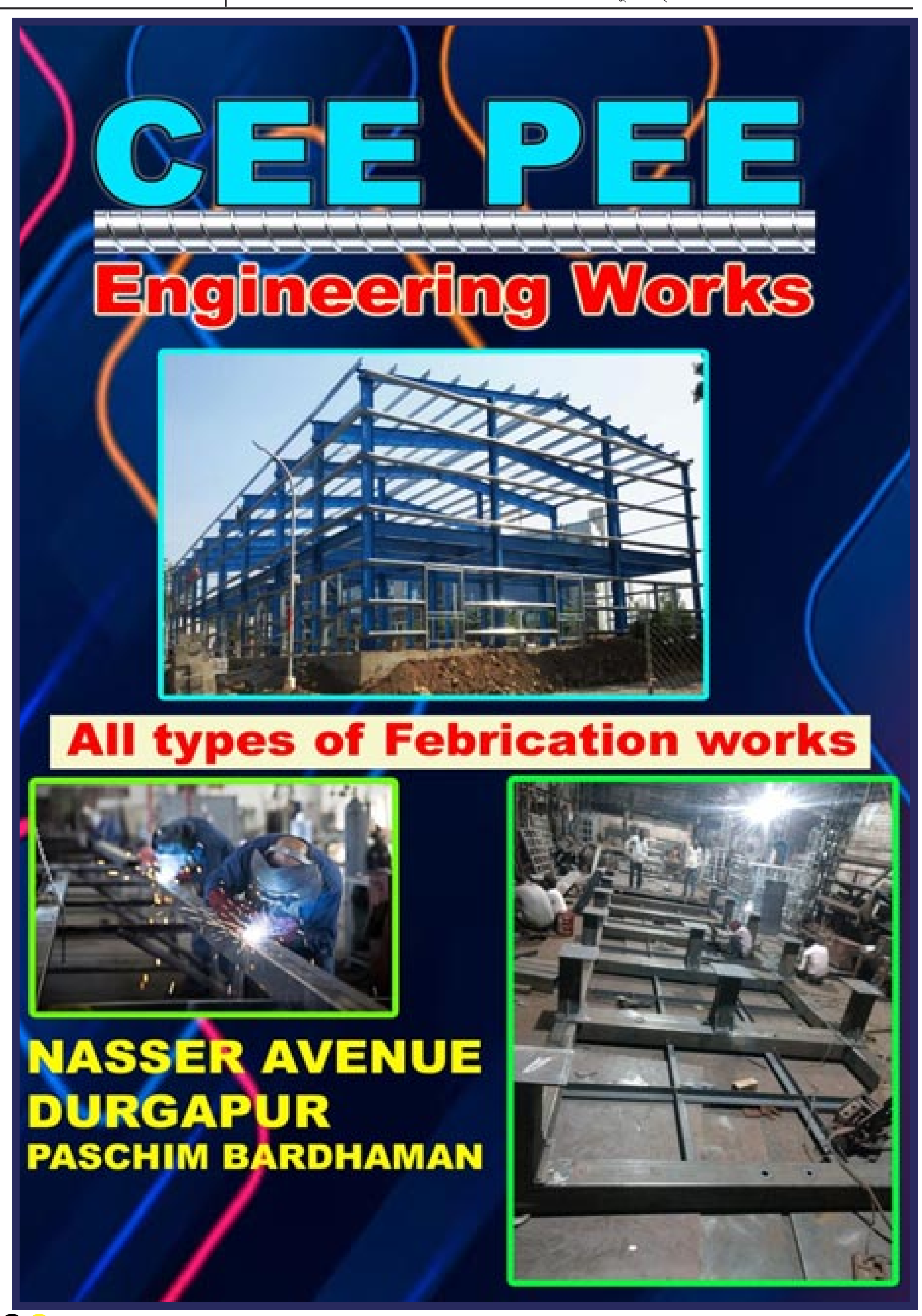

মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রুজি-রুটির টান অসংগঠিত শ্রমিক মহলে

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
দিঘা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘাতে উড়িষ্যার পুরীর আদলে জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধনে দিন যত ঘনিয়ে আসছে তত গরিব মানুষের পেটে টান পড়ছে। উৎসবমুখর দিঘায় আলোক ঝলমল রাতের আকাশে যেন হাজার নক্ষত্র খচিত হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে দিঘাকে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যান চলাচল। দিনরাত নিরাপত্তারক্ষীর বেষ্টিনিত ১১৬ বি জাতীয় সড়ক। বেশ কয়েকদিন ধরে দিঘা উপকূলের ছোট ছোট দোকান, চা, মুড়ি, চপ রাস্তার ধারে বসে থাকা ঝুপড়ি তাদের ব্যবসা লাটে উঠেছে। ডিএসডিএ এবং প্রশাসনের তরফ থেকে পর্যটক এবং ভিআইপিদের যাওয়ার জন্য রাস্তার ধারে নিশ্চিদ্র করার জন্য দোকানপাট গুলোকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দিঘা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে রামনগর থানা এলাকায় একইভাবে মাইকিং প্রচার করে রাস্তার পাশে থাকা ছোটখাটো দোকানদারদের বিক্রি বাট্টা বন্ধ, কারণ তারা রাস্তার ধারে পর্যটকদের জন্য চায়ের দোকান বা টিফিনের দোকান করে বসে থাকতো সেগুলো সব তুলে দেওয়া হয়েছে। ২৩ এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অটো-টোটো চালকদের যাতায়াত। রাস্তাঘাটে যানজট এড়ানোর জন্য তাদের অটো-টোটো চালানোর বন্ধ। ৩০ তারিখ পর্যন্ত এই নিষেধ থাকলো। কিন্তু এই প্রায় সাড়ে তিন হাজার দোকান যারা হকারি করে, ফুটপাতে বসে স্থানীয় এবং পর্যটকদের খিদে মেটানোর কাজ করতেন তাদের নিজেদের পেটের রুটি এ কদিন কিভাবে চলবে? সেদিকে প্রশাসনের হেলদোল নেই। অটো-টোটো চালকরা প্রতিদিন যে টাকা যাত্রীদের কাছ থেকে নিয়ে সংসার পরিচালনা করতো তাদেরও পেটের ভাত মারা হলো। দোকানদার বা অটো-টোটো চালক দিঘা এলাকায় পরিবহনের কাজ করত, তারা এখন কর্মহীন। শ্রমিক নেতা আশীষ প্রামানিক ও শ্রমিক নেতা রামচন্দ্র জানা ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন হোক কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ মানুষের রুজি-রুটিতে হাত দেওয়ার অধিকার প্রশাসনের নেই। তারা দাবি করেন, এই কয়েক হাজার দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রশাসন বা আয়োজকদের নিতে হবে।

ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁইথিয়া

ফের ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধার কে ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর এলাকায় রীতিমতো চঞ্চল্য ছড়ায়। কোথায় থেকে এলো তাজা বোমা ? তদন্ত শুরু করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার হাতড়া পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সিজা ও আকুরডিহি গ্রামে বিস্ফোরণের ঘটনার পর মঙ্গলবার দিন সকালে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। এর আগে সোমবারও আকুরডিহি গ্রামে পুকুরে পার থেকে গ্রাম ভর্তি তাজ বোমা উদ্ধার করে। সোমবারের পর আজও বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল ছড়ালো এলাকাতে।

ঘটনাস্থলে রয়েছে সাঁইথিয়া থানা পুলিশ। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বীরভূমে ততই উদ্ধার হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং তাজা বোমা।

কোথায় থেকে আসছে এত বিপুল পরিমাণ বোম ? আগ্নেয়াস্ত্র ? তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

মোমবাতি হাতে মৌন মিছিল শিখ সম্প্রদায়ের

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

গত কয়েকদিন আগে কাশ্মীরের পহেলগাঁও-তে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয় অন্তত ২৬ জন পর্যটকের। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনায় পানাগড় বাজারে গুরুদুয়ার কমিটির পক্ষ থেকে মোমবাতি হাতে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। এদিন এই মিছিলে যোগ দেন শিখ সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা। এদিন মিছিল গুরুদুয়ার থেকে শুরু করে পানাগড় বাজার ঘুরে সেখান থেকে ফের গুরুদুয়ারে শেষ হয়। এদিন মিছিল শেষে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা কাশ্মীরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভারত সরকার যাতে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেয় সেই দাবি রাখেন সকলে। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা জানিয়েছেন, কাশ্মীরে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার পর এখন দেশের সকল মানুষের পাশাপশি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরাও ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারাও কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন যাতে কেন্দ্র সরকার দেশের মানুষের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো কড়াকরি করে। আর যাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়টা দেখার পাশাপশি যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের যাতে চরম শাস্তি হয়। সেই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিক ভারত সরকার।

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান জায়েন্ট স্ক্রিনে একসাথে দেখলো তৃণমূল-বিজেপি

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

আজ(বুধবার) অক্ষয় তৃতীয়া। দিঘার মানুষকে কথা দিয়ে কথা রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার দেওয়া কথামত দিঘায় গড়ে তুলেছেন প্রভু জগন্নাথের মন্দির। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে আজ সেই মন্দির উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান যাতে মানুষ নিজের এলাকায় দেখতে পারে তার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জায়েন্ট স্ক্রিনে সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইমত পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকেও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে দীঘার অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়। মঙ্গলবার ছিলো দিঘায় প্রভু জগন্নাথ দেবের মহাযজ্ঞের আয়োজন। যা জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এই অনুষ্ঠান দেখার জায়গায় জামালপুরে দেখা যায় এক বিরল দৃশ্য। মঙ্গলবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখেন তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা একত্রে। জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে দীঘার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা যায় দুই দলের কর্মীদের।

এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিজেপি নেতা প্রধানচন্দ্র পাল। কিছুদিন আগেও জগন্নাথ মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতারা বিরোধিতা করলেও মঙ্গলবার সেই একই দলের নেতাকে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে বসে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে দেখা যায়। প্রধানচন্দ্র পাল জানান, আজকের দিনটা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে গর্বের। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে জগন্নাথ মন্দির গড়ে তুলেছেন, এতে আমি ধন্য। অন্যদিকে, জামালপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান বলেন, মঙ্গলবার দীঘায় যজ্ঞ উপলক্ষে মানুষ যাতে সেখানে পৌঁছাতে না পারে, তাই কিছু ট্রেন বন্ধ করেছে কেন্দ্র সরকার। জামালপুরে বিজেপি নেতা যদি ধর্ম আর উন্নয়নে বিশ্বাস রাখেন, সেটাই এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একাত্মতার এই নজির রাজনীতির নতুন বার্তা দিল বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী।

রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, হাসপাতালের সুপার, ডাক্তার বাবু'রা সহ রোগী কল্যাণ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। মূলত ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওই বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক দুলাল মুর্মু। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঝাড়গ্রাম জেলার পাশাপাশি ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যের বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। তাই চিকিৎসা পরিষেবা যাতে রোগীরা সঠিকভাবে পায় তার জন্য রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক দুলাল মুর্মু হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সেই দিকে নজর রাখার জন্য নির্দেশ দেন।

ভাইস চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ওয়ার্ডে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কাঁথি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ নিরঞ্জন তাঁর নিজের ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শেরপুর শিবালয় মন্দির, শশ্মান কালী মন্দির, শীতলা মায়ের মন্দির ও চন্ডী মন্দিরে ফুল ও আলোয় সুসজ্জিত করেন। এছাড়া তিনি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের চারটি মন্দির থেকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করেন। ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের শুভ সূচনা আগামী দিনে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হবে।

সেই সঙ্গে দীঘা সংলগ্ন এলাকা অথনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হবে। এর পুরো কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই জগন্নাথ ধাম উপহার দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

লাভপুরে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে বিধানসভার মানুষজন

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
লাভপুর

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে সমুদ্র নগরী দীঘাবাসী। দীঘায় প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির উদঘাটন সরাসরি লাইভ সম্প্রচার দেখানো হবে বীরভূমের লাভপুরে সতীপীঠ ফুল্লরা মন্দিরের মেলার মাঠ প্রাঙ্গণে। উড়িষ্যার পুরী জগন্নাথ দেবের মন্দিরের আদলে দীঘায় তৈরি হয়েছে জগন্নাথ ধাম। আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলার সাথে সাথেই লাভপুরে প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টার অভিজিৎ সিনহা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিধায়ক নিজে সশরীরে পরিদর্শন করলেন মন্দিরের মাঠ প্রাঙ্গণ। তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দীঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা হয়েছে। বুধবার সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির। দীঘা জুড়ে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উৎসবের মেজাজ। সমস্ত জেলা থেকে একই দিনে মানুষ ভিড় করলে চাপ সামলানো যাবে না। সে কথা মাথায় রেখে বীরভূমের ৫১ সতীপিঠের অন্যতম ফুল্লরা মন্দির মেলার মাঠে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাইন্ট স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে লাইভ সম্প্রচার দেখানো হবে। পাশাপাশি লাভপুর বিধানসভার প্রতিটি অঞ্চলের সমস্ত হরিনাম কীর্তনের দলকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। থাকার জন্য বলা হয়েছে বারোয়ারি, ক্লাব এবং পারিবারিক দূর্গা পুজো কমিটির সদস্যদের। প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জমায়েত হবে লাভপুরের ফুল্লরা তলায়। সেখানে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রসাদ গ্রহণ করবেন ৩০ হাজার মানুষ। বুধবার সকালে লাভপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হবে। সেখানে পা মেলাবেন লাভপুর বিধানসভার দেড় হাজার হরিনাম কীর্তনের দল। প্রতিটি দলে ১০ থেকে ১০ জন করে থাকবে। প্রায় ১৫ হাজার মানুষ হরিনাম সংকীর্তন করবেন। এছাড়াও পা মেলাবেন লাভপুর বিধানসভার অসংখ্য মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই লাভপুরে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে বিধানসভার মানুষজন।

ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে মহিলা নিখোঁজ, পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পরিবারের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

বাড়ি থেকে ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হলেন এক মহিলা। সোমবার হওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোল শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আসানসোল উত্তর থানার ধাদকা ব্লু ফ্যাক্টরি এলাকার বাসিন্দা নিখোঁজ মহিলার নাম আশা কুমারী। নিখোঁজ মহিলার পরিবারের সদস্যরা বলেন যে, তারা যখন এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের করতে আসানসোল দক্ষিণ থানায় পৌঁছান, তখন পুলিশ অফিসাররা তাদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনেননি, তাই নয়, বরং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেছেন। আশা কুমারীর আত্মীয় সঙ্গীতা পাসওয়ান বলেন, আমার বৌদি আশা কুমারী সোমবার দুপুর বারোটা ধাদকা ব্লু ফ্যাক্টরি এলাকা থেকে ইসমাইলে ডাক্তারের কাছে গেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজখবর শুরু করেন। উদ্বিগ্ন মহিলার পরিবারের সদস্যরা রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানায় পৌঁছান। কিন্তু সেখানে তাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। সঙ্গীতা আরো বলেন, পুলিশ অফিসাররা বলেন, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরই অভিযোগ দায়ের করা যাবে। পরিবারের সদস্যরা যখন আবার থানায় যান, তখনও পুলিশ তাদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনেনি। সঙ্গীতা অভিযোগ করেন, পুলিশ অফিসাররা তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করেছেন, যেন তারাই অপরাধী। পরিবারের সদস্যরা বলেন, এই ধরনের উদাসীনতা এবং অসংবেদনশীল আচরণের কারণে তাদের উদ্বেগ এবং ক্ষোভ আরও বেড়েছে। আশা কুমারীর পরিবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। তারা চান, নিখোঁজ বৌদির সন্ধানে দ্রুত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হোক। এছাড়াও, তারা পুলিশের অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পরিবার জানায়, যদি পুলিশ সময়মতো তাদের অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দিত, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা আগে চিন্তা ও উদ্বেগের হত না। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের তরফে এখন পর্যন্ত কিছু জানানো হয় নি। তবে সূত্রের খবর, পুলিশ তদন্ত করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে, আশা কুমারীর নিখোঁজ হওয়ার খবরে ধাদকা এবং আশপাশের এলাকায় উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, এই মামলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক এবং নিখোঁজ মহিলাকে খুঁজে বার করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক। এছাড়াও, পুলিশের আচরণ সংক্রান্ত অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বর্ধমানে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে একসাথে হয়ে ভারতবাসী তথা হিন্দুদের প্রতিশোধ নিতে হবে এমনই দাবি করা হয়। ২৬ জন পর্যটকদের হত্যা করা হয় কাশ্মীর পহেলগাও-তে। হিন্দুদের নিরাপত্তা, হিন্দুদের মন্দির নিরাপত্তা, হিন্দু মহিলাদের নিরাপত্তা, এই সমস্ত দাবি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। বর্ধমান জেলা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন মিছিল উপলক্ষ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই একটি ব্যারিকেড করা হয় যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এদিকে ব্যারিকেড সরিয়ে সংগঠনের সদস্যদের কেন যেতে দেওয়া হচ্ছে না ? সেই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠনের সদস্যদের সাথে তর্কাতর্কি ও ধস্তাধস্তি হয় বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ মাইকে শোনা যায় বাংলার পুলিশ পাকিস্তান দুর হাটো। এই নিয়ে আরো হট্টগোল শুরু হয়। উত্তেজনার পারদ হটাৎ বেড়ে যায়। যদিও পুলিশ এদিন শান্ত ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। শেষমেষ জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় সংগঠনের সদস্যরা। তারা বলেন, ঘটনার দিন জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করেছে। তাদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে নির্বিচারে গুলি করেছে। শুধু কাশ্মীর নয়, বাংলাতেও বেছে বেছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুদের সুরক্ষার দাবিতে তাদের আন্দোলন।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে হেনস্তা করে কয়েক ঘন্টা থানায় বসিয়ে রাখার অভিযোগ ওসি'র বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবগ্রাম

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কে হেনস্তা করে কয়েক ঘন্টা থানায় বসিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল নবগ্রাম থানার ওসির বিরুদ্ধে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত নবগ্রাম থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে থানায় উপস্থিত হন সিআই রবি মালাকার এবং লালবাগের এসডিপিও আকুল কর রাকেশ মহাদেব। পরবর্তীতে স্থানীয় বিধায়ক গিয়ে ওই পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে থানা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। অবশ্য তিন দিনের মধ্যে ওসিকে অপসারন ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার নিদান দিয়ে আসেন। অবশ্য এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। এই বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(লালবাগ) রসপ্রীত সিং বলেন, এই ঘটনায় পুলিশের কাছে কোনও রকম অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ জমা হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবগ্রাম থানার আইরা গ্রামের এক দম্পতির বেশ কয়েক মাস ধরে বিবাদ চলছে।

তারা এখন দুজনে আলাদা আলাদা থাকেন। তাদের এক মাত্র সন্তান বছর তিনেকের পুত্রকে তার বাবা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। নাবালক সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে এদিন সন্ধ্যাতে পুলিশের সাহায্য নিতে হাজির হন নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপলালা মন্ডল। অন্যদিকে ওই দম্পতিও কয়েকজন লোক নিয়ে থানাতে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় নাবালকের মা তার সন্তানকে কাছে পান। অভিযোগ, সব কিছু মিটে গেলে সভাপতি বাড়ি ফিরতে উদ্যোত হন। ওই সুযোগে নাবালকের বাবা তার স্ত্রীর কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেন। এতেই চটে যান সভাপতি এবং চিৎকার করে ওঠেন। ওই চিৎকারে বিলম্ব না করে নাবালকের বাবা সভাপতিকে ধাক্কা মারে। ফলে মেজাজ হারিয়ে সপাটে ওই যুবককে চড় কোষে দেন। ওই চড় খেয়ে যুবক কাঁদতে কাঁদতে ওসির ঘরে ঢুকে যান এবং বিস্তারিত জানান। এতেই ওসি সৌরভ সেন উত্তেজিত হয়ে তাঁর চেম্বর থেকে বেরিয়ে এসে রূপলাল মন্ডলকে চড় থাপ্পড় মারতে মারতে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে থানায় ঢুকিয়ে বেঞ্চে বসান এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ ও হুমকি দেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে রূপলাল মন্ডল বলেন, ওসি আমাকে যে ভাবে হেনস্তা করেছে তা বর্ণনা করা যায় না। সভাপতির চেয়ারের একটা মর্যদা আছে তার মূল্যায়ন তিনি করেন নি। এত ঔধত্য একজন ওসির হয় কি ভাবে তা বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হওয়া উচিৎ। অবশ্য ওসি'র বিরুদ্ধে রূপলাল বাবু এখনও কোথাও কোনও অভিযোগ জমা করেন নি। এই ব্যাপারে দলের সিদ্ধান্তের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন বলে মন্তব্য করেন। ঘটনার শোনার পর একাধিক বার ওসিকে ফোন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রূপলাল মন্ডলের দাদা বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল। কিন্তু ওই ফোন ওসি ধরেন নি বলে অভিযোগ করেন বিধায়ক।

তাই গভীর রাতে থানাতে আসতে তিনি বাধ্য হন বলে মন্তব্য করেন কানাই বাবু। পরে তিনি বলেন, মাত্র দুদিন আগে নবগ্রাম থানার দায়িত্ব নিয়েছেন ওসি। তার পর থেকেই তিনি স্বৈরাচারী, অমানবিক আচরণ শুরু করেছেন। আসলে লাঠিয়াল ওসি নবগ্রামে গন্ডগোল বাধাতে এসেছেন। আমি এসপিকে বলেছি ওই ওসিকে তিন দিনের মধ্যে অপসরণ করতে হবে এবং সভাপতির কাছে তার কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

মিডিয়া লিডারশিপ অন সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড কোয়ালিটি শীর্ষক সেমিনার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

আসানসোল পুরনিগমের কনফারেন্স হলে 'আসার' নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে ও আসানসোল পুরনিগমের সহযোগিতায় 'মিডিয়া লিডারশিপ অন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনার স্বাগত ভাষণ দেন আসারের এয়ার কোয়ালিটির প্রোগ্রাম এ্যাসোসিয়েট পম্পা চক্রবর্তী। এরপরে ধানবাদ জ্ঞাপন করেন আইআইটি ধানবাদের অধ্যাপিকা মধুমিতা প্যাটেল ও অধ্যাপক সুরেশ পান্ডিয়ান, আসানসোল জেলা হাসপাতালের চেষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌতম মণ্ডল, দুর্গাপুরের সিএমইআরআই'র অধ্যাপক পার্থ দাস এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রবীণ সাংবাদিক বিশ্বদেব ভট্টাচার্য এই বিষয়ে বক্তব্যে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তাদের মতামত তুলে ধরেন। তারা বলেন, বিভিন্ন ধরণের দূষণ রয়েছে। ঘরোয়া দূষণ, রাস্তা দূষণ এবং কারখানা থেকে দূষণ। রাস্তায় যানবাহন চলার সময় ডিজেল-পেট্রোলের কারণে নির্গত ধোঁয়া দূষণ ছড়ায়। এর পাশাপাশি উড়ে আসা ধুলোও দূষণের একটি প্রধান উৎস। বক্তারা পরিবেশের ক্ষতি না করে এমন জ্বালানি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। রাস্তায় যাতায়াতকারী যানবাহনের ধুলো আটকাতে নতুন প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এর ব্যবহার আরো বেশি করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্যও বক্তরা। তাদের মতামত তুলে ধরেন। যান্ত্রিক ঝাড়ুদারের মাধ্যমে রাস্তা পরিষ্কার করা হোক, যাতে ধুলোর কারণে দূষণ না ছড়ায়। একই সাথে তারা বেশকিছু জিনিসের রিসাইকেলিং বা পুনর্ব্যবহারের উপরও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। পার্থ দাস বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান সিএমইআরআই'তে কোনও আবর্জনা ফেলা হয় না। তা আমাদের প্রতিষ্ঠানেই পুনর্ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, এভাবেই বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরি করা সম্ভব। সাংবাদিক বিশ্বদেব ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ব্যর্থতাই আজ দূষণের কারণে আমরা এত সমস্যায় পড়েছি। তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্প শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজের কাজে নেওয়া হয় না অথবা মাঝখানে প্রকল্পের কি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয় না। সম্প্রতি ১৬০টি স্মোকলেস চুলা বা উনুন সরবরাহ করা হয়েছিলো। যাতে কয়লা উনুর ব্যবহার না করা হয়। কিন্তু সেইসব উনুনের কি হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মঙ্গলপুরের শিল্পাঞ্চল হোক বা জামুড়িয়া বা শহরের মুল এলাকা, সর্বত্রই দূষণ ঘটছে। কিন্তু প্রশাসনের তা যতটা গুরুত্ব সহকারে মোকাবিলা করা প্রয়োজন ততটা গুরুত্ব সহকারে তা মোকাবিলা করছে না। তার দাবি, বালি ও কয়লার মতো জিনিস বড়বড় ট্রাক বা ডাম্পারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেগুলো ঢেকে রাখা হয় না। ডাঃ গৌতম মন্ডল বলেন, এই দূষণের সবচেয়ে বেশি খারাপ প্রভাব পড়ছে শিশু ও বয়স্কদের উপর। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যায় তারা ভুগছেন। তিনি এই বিষয়ে এদিনের সেমিনারে তথ্য তুলে দেন। তার দাবি, খুব ভালো করে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এদিনের কর্মশালার মূল বিষয় ছিল - মিডিয়া কর্মীদের আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর গঠনে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ু মান এবং মানব স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝে মিডিয়া পেশাজীবীরা সমাজকে তথ্য দেওয়া,

যুক্ত করা যাতে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সুস্থ নগরজীবনের জন্য সমাজকে সচেতন ও উদ্দীপ্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আবু জাফর খান, সহকারী প্রকৌশলী(সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) ও রমেশ কুমার, (ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রজেক্ট পরামর্শদাতা পিসিবি)ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কবি ঘোষ।

বচসার জেরে মারামারি, যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, আটক এক

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
সালানপুর

আসানসোলের সালানপুর থানার আল্লাডি পঞ্চায়েতের সিধাবাড়ি রামচন্দ্রপুর গ্রামে বচসার জেরে খুন হতে হল এক যুবককে। মৃত যুবকের নাম দীনেশ রায়(৩৫)। সোমবার রাতের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পরে এই ঘটনায় বিরজু হাঁসদা নামে এক যুবককে আটক করেছে সালানপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা তা দেখতে সালানপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে যুবকের মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সালানপুর থানার কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ি এলাকার সিধাবাড়ি রামচন্দ্রপুর গ্রামে বিরজু হাঁসদা নামে এক যুবকের বাড়িতে সোমবার দুপুরের দিকে আসে দীনেশ রায়। পরে খাবার খাওয়াকে কেন্দ্র করে দীনেশ রায়ের সাথে বিরজু'র বচসা শুরু হয়। তার থেকেই শুরু হয় হাতাহাতি ও মারামারি। অভিযোগ, তারপরেই বিরজু দীনেশের মাথায় কোন কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করে। যার ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনেশ। তারপর দীনেশকে রক্তাত্ব অবস্থায় তারই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ফেলে আসে বিরজু। স্থানীয় বাসিন্দারা তা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে দেখেন দীনেশ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। তারা ঘটনার কথা কল্যানেশ্বরী ফাঁড়িতে জানান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দিনেশকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতেই পুলিশ বিরজু হাঁসদাকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার স্ত্রীকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দেখে সেখ ানে রক্তের দাগ রয়েছে। পুলিশ দুটি জায়গা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয়। এই প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঠিক কি কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পরে জানা গেছে, বিরজু'র বাড়িতে দীনেশ ছিলো। তাদের মধ্যে বচসা হয়। তখন দীনেশকে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি খুনের মামলা করা হয়েছে। এদিকে, ঐ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এলাকায় প্রচুর পরিমাণে অবৈধ ভাবে মদের বিক্রি হয়। এমন বহু বাড়ি রয়েছে যেখানে লুকিয়ে মদ বিক্রি করা হয়। আর এই মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রায়শই ঝামেলা হতেই থাকে। পুলিশকে আগেও সবকিছু বলে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তাদের দাবি, হতে পারে যে, এই ঘটনাটি মদ খাওয়া ও তার পরে বচসা থেকে হয়েছে। অবিলম্বে পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নিলে এমন ঘটনা হতেই থাকবে। এলাকার বাসিন্দারা এমন ঘটনার জন্য আতঙ্কে আছেন।

ফেসবুকে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে প্রতারণার চেষ্টা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

ফেসবুকে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে প্রতারণার চেষ্টার ঘটনা ফের সামনে এলো পূর্ব বর্ধমানে। শহর বর্ধমানের এক যুবতির নাম ও ছবি ব্যবহার করে তৈরি করা হয় একটি নকল প্রোফাইল। সেই ভুয়ো আইডি থেকে বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠানো হয় বর্ধমানের এক সিভিক ভলেন্টিয়ার লালটু সিংহকে। বন্ধুত্ব হওয়ার পর নানা অজুহাতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ধার চাওয়া হয় ওই ভুয়ো প্রোফাইল থেকে।

তবে টাকা দেওয়ার আগে সন্দেহ হওয়ায় লালটু নিজের বুদ্ধিতে ফাঁদ পাতে। টাকা দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তকে বর্ধমান ডেকে পাঠানো হয়। মূল চক্র হাজির না হলেও, তার এক ছায়াসঙ্গী টাকা নিতে এলে লালটু সিংহ তাকে নিজের বাইকে চাপিয়ে

সোজা নিয়ে যান বর্ধমান থানায়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় দোষীরা উপযুক্ত জবাব পাবে

শহীদ ঝন্টু আলি শেখকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তেহট্ট

ঝন্টু আলির পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারকে সহায়তার কথা জানিয়েছিলেন। মুখ ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ। আমি স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবার থেকে এসেছি। পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় দোষীরা উপযুক্ত জবাব পাবে। এভাবেই জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ তেহট্টর প্যারা কমান্ডো ঝন্টু আলি শেখকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিহত সেনা কামান্ডোকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু অধিকারী তেহট্টে নিহত ঝন্টুর আলি শেখের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। সঙ্গে তাঁদের হাতে তুলে দেন আর্থিক সাহায্য। ঝন্টুর স্ত্রী এবং তাঁদের দুই সন্তানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন শুভেন্দু। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যা তাদের কল্পনারও বাইরে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে এভাবেই ধর্ম জেনে, ঠাণ্ডা মাথায়, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর্যটকদের খুন করে জঙ্গিরা! তারপর নির্লিপ্তভাবে মহিলাদের বলে, যান মোদিকে গিয়ে বলুন! ভারতের বুকে জঙ্গি হানা নতুন না হলেও, পহেলগাঁওয়ে যা হয়েছে তা নজিরবিহীন! গত শনিবার দাদার কাঁধে চেপে বাড়ি ফিরেছেন কফিনবন্দি ঝন্টু আলি শেখ। দাদা রফিকুল শেখও সেনাবাহিনীতে আছেন। রফিকুল আর্টিলারি রেজিমেন্টের সুবেদার। একবছর হয় তাঁরও পোস্টিং কাশ্মীরে। ঝন্টু সেনাবাহিনীতে রয়েছেন ১৪ বছর ধরে। তাঁর দাদা রফিকুল সেনাবাহিনীতে আছেন ২৮ বছর। দেশকে বাঁচাতে ভাইয়ের আত্মত্যাগে গর্বিত দাদা। সেখান থেকে ব্যারাকপুরে এনে আজ ভোর ৫টা নাগাদ গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত সেনার স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো ঝন্টু আলি শেখকে। দেহ নিয়ে যাওয়া হয় নদিয়ার তেহট্টের বাড়িতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে সেনার স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো নিহত ঝন্টু আলি শেখের স্ত্রী বলেন, ক্ষ্মআমরাও মুসলিম। কিন্তু ওদের মনে বিদ্বেষ। ওরা মুসলিম নয়। আমার স্বামীও পছন্দ করত না। বলত, ধর্ম এক হলেও ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও মিল নেই।ক্ষ্ম এদিকে, এতদিন পর ঝন্টুর বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছতেই তাঁকে নিয়ে কটাক্ষের সুরে নদিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা বাণী রায় বলেন, যাক, দেরিতে হলেও ওঁদের বিলম্বিত বোধোদয় হয়েছে। বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি বিধায়করা যদি ওঁদের বাড়ি গিয়ে এই মানবতার কথা শিখে আসতে পারেন, তা হলে ওঁদেরই মঙ্গল।ক্ষ্ম তবে তৃণমূল নেতার এহেন মন্তব্য নিয়ে পালটা ব্যঙ্গাত্মক সুরে শুভেন্দুর সফরসঙ্গী এক বিজেপি নেতা বলেন, ক্ষ্মআমরা কোন নিহত সেনা জওয়ানের বাড়িতে কবে যাব, তার কৈফিয়ত আমরা তৃণমূল, কংগ্রেস বা সিপিএমকে দেব না। মুর্শিদাবাদে যেসব মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন, তাঁদের দিকে নজর দিন।

বজ্রপাতে তালগাছে আগুন লেগে গেলো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোলে ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা কমিয়ে স্বস্তি এনে দিলেও সোমবার সন্ধ্যায় আসানসোল গ্রাম এলাকায় বজ্রপাতের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এলাকায় হুলুস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যখন একটি তালগাছে আগুন ধরে যায় এবং তা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা ঋষি রায় বলেন, আমি সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির কাছে কথা বলছিলাম। হঠাৎ একটি তীব্র শব্দ শোনা যায়। তার সঙ্গে আলো। আমি বুঝতে পারি এটা বজ্রপাতের শব্দ। বাইরে এসে দেখি, কাছেই একটি তালগাছ আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে। তিনি জানান, আগুন শুধুমাত্র ঐ গাছেই জ্বলছিলো। আশপাশের এলাকায় ছড়ায়নি। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে। তবে, বজ্রপাতের এই ঘটনায় আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জ্বলন্ত তালগাছ দেখে হতবাক হয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা দমকল স্টেশন ও পুলিশকে খবর দেন। যদিও দমকলকর্মীর ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টিতে গাছের আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে, বিশেষ করে এই সময় খোলা জায়গায়, উঁচু গাছের কাছে বা ধাতব বস্তুর কাছাকাছি থাকা থেকে বিরত থাকা উচিত। বজ্রপাতের ঝুঁকি এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে।

বৈভবের খেলা দেখে মুগ্ধ ব্রায়ান লারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ব্রায়ান লারা তখন সম্ভবত টিভি সেটের সামনে। বৈভব,ঝড় দেখে কিংবদন্তি হয়তো বুঝেছিলেন, এটাই এক টুকরা ইতিহাস। টিভি থেকে ঝড়ের হাইলাইটসটুকু ভিডিও করতে দেরি করেননি লারা। পরে সেই ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করে লারা যে ক্যাপশন দিয়েছেন, সেটি টাইম মেশিনে চড়িয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের ফিরিয়ে নেবে ১৮ বছর আগে। ব্রিজটাউনে সেদিন বিশ্বকাপের সুপার এইটে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যেটা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লারার শেষ ম্যাচ।১৪ বছর বয়সে অন্যরা আইসক্রিম খায়, বৈভব সূর্যবংশী বোলারদের পেটায় সেদিন আবেগে ভেসে গিয়েছিল ব্রিজটাউনের গ্যালারি। ভেসে গিয়েছিলেন লারাও। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ধরে আসা গলায় দর্শকদের কাছে লারা শুধু একটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, যেটা আসলে তাঁর ক্যারিয়ারেরই সারাংশ, ‘আমি কি মন ভরাতে পেরেছি? যদি পারি তাহলে আমি খুব খুশি।’বলা বাহুল্য, লারার প্রশ্নের উত্তরে গ্যালারিতে হ্যাঁ,সূচক গর্জনই উঠেছিল। এখন প্রশ্ন হলো, বৈভব সূর্যবংশী কী বলবেন? পৃথিবীতে অনেক তারকা ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা সারা জীবন খেলেও হয়তো নিজের রোল মডেলের কাছ থেকে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া পান না কিংবা পেলেও, তা ক্যারিয়ারের মাঝপথে অথবা শেষ দিকে। বৈভবের কী কপাল, আইপিএলে নিজের তৃতীয় ম্যাচেই প্রশংসাপত্র পেয়ে গেলেন তাঁর আদর্শ ক্রিকেটারের কাছ থেকে। একটু ভুল হলো, কপাল নয় আসলে সামর্থ্য।১৪ বছর বয়সী এক ছেলে যদি বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বাঘা বাঘা সব বোলারকে মেরে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন, যদি সেই ইনিংসে ফ্লিক শটগুলো তাঁর আদর্শের ব্যাটিং স্টাইলের সঙ্গেও মিলে যায়, তাহলে মনের ভেতর আবেগের স্ফুরণ ঘটতে পারে। তখন হয়তো ফিরতে ইচ্ছা করে ফেলে আসা দিনগুলোতে। লারারও কি তেমন মনে হয়েছে? ‘বস বেবি’খ্যাত বৈভব,ঝড়ের হাইলাইটসের ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লারা ক্যাপশনে মিশেল ঘটিয়েছেন তাঁর অতীতের সঙ্গে বৈভবের বর্তমানের, ‘আমি কি মন ভরাতে পেরেছি? তুমি অবশ্যই আমার মন ভরিয়েছ।’ওহ, বলাই হয়নি। বাঁহাতি বৈভবের আদর্শ কিন্তু ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা।প্রিন্স অব ত্রিনিদাদের অবসর নেওয়ার চার বছর পর জন্ম বৈভবের, অন্তত তাঁর অফিশিয়াল জন্ম তারিখ সে রকমই। লারার ব্যাটিংটা তাই তাঁকে দেখতে হয়েছে ইউটিউবে। বছরের পর বছর ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির ব্যাটিং দেখে তাঁর দু,একটি শট বৈভব নিজেও আয়ত্ত করেছেন। লারার প্রতি ভালোবাসা বৈভব আগে জানিয়েছেন টাইমস অব ইন্ডিয়াকে, ‘আমার আদর্শ ব্রায়ান লারা। আমি তাঁর ভিডিও ও ব্যাটিং স্টাইল দেখি । তাঁর অপরাজিত ৪০০ রানের ইনিংসটি ভালোবাসি। অনেকবার আমি এটা দেখেছি। তাঁর যে বিষয়টি সেরা, আমিও সেটা ভালোবাসি, তিনি ম্যাচ মাঝপথে ছেড়ে আসেন না। হাল ছাড়েন না। তাঁর ভেতরে ম্যাচ জেতার মানসিকতা ছিল। আমি এটাই তাঁর কাছ থেকে শিখতে চাই...লারা যেভাবে করেছেন, আমিও সেভাবে বোলারদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাই।’গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে কাল রাতে বৈভব তা করেও দেখি য়েছেন। ১১ ছক্কা ও ৭ চারে ৩৮ বলে ১০১! রেকর্ড হয়েছে বেশ কিছু। সেসব অন্য প্রসঙ্গ। শুধু লারার বিষয়টি একবার ভাবুন। ২০০৭ সালে অবসর নেওয়ার পর এই ১৮ বছরে তিনি কখনো কাউকে নিজের সঙ্গে তুলনা করেননি। কিন্তু বৈভবের মাঝে নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছেন, যেটা তাঁর বিনোদন দেওয়ার কায়দা-কানুনের সঙ্গে মিলে যায়! আচ্ছা, লারা কি ১০ বছর বয়সে বল মেরে ৯০ মিটার দূরত্ব পার করেছেন? বৈভব কিন্তু চার,পাঁচ বছর আগেই এটা করেছেন। ইন্ডিয়া টুডেকে সেই গল্পই বলেছেন বৈভবের শৈশবের কোচ মনীশ ওঝা, ‘২০২২ সালে আমার একাডেমিতে একটি ম্যাচ আয়োজন করেছিলাম। আমার একাডেমির খেলোয়াড়েরা রাজ্য পর্যায়ে অনূর্ধ্ব,১৯ দলের খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হয়েছিল। বৈভব সে ম্যাচে ১১৮ রান করেছিল। সে যেসব ছক্কা মেরেছিল, লোকে এখন তা দেখে। ওভার বাউন্ডারিগুলো ৬০,৬৫ গজের সীমানা পেরিয়ে আরও ২০, ৩০ গজ দূরত্বে গিয়ে পড়েছে। শক্তি, টাইমিং ও নির্ভুলতা;সবকিছুতেই সে অনন্য। সে মুহূর্ত থেকে আমরা জানি, এই ছেলেটি অসাধারণ।’বৈভবের উঁচু ব্যাক, লিফট শুধু লারা নন, যুবরাজ সিং ও সৌরভ গাঙ্গুলীকেও মনে করিয়ে দেয়। তবে ব্যাপারটি কিন্তু মোটেও কাকতাল নয়। ওঝা তাঁর শিষ্যকে এভাবে তৈরি করেছেন।

হাঁটুর অপারেশন হতে পারে অ্যান্থনি রুডিগারের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কোপা দেল রের ফাইনালে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের দায়ে এমনিতেই বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় আছেন আন্টোনিও রুডিগার। তাতে চলতি মরশুমের বাকি অংশে তার খেলার সম্ভাবনা ছিল না বললেও চলে। এবার সেটা নিশ্চিতই হয়ে গেল। জার্মান এই ডিফেন্ডারের হাঁটুর অনেক দিনের সমস্যা সারিয়ে তুলতে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছে। রেয়াল মাদ্রিদের মঙ্গলবার দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রুডিগারের বাঁ পায়ে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছে। শিগগিরই তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। চলতি মরশুমে বেশ কবারই এই পায়ের সমস্যায় ভুগেছেন রুডিগার। গত ২৫ জানুয়ারিতে ভাইয়াদলিদের বিপক্ষে একটি ম্যাচের সময় তার বাঁ পায়ে মোটা ব্যান্ডেজ দেখা যায়। সাত দিনের মাথায় এস্পানিওলের বিপক্ষে ম্যাচে পেশির চোটে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। সবশেষ গত শনিবার কোপা দেল রের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরে যাওয়া লড়াইয়ে অতিরিক্ত সময়ে চোট পান এই সেন্টার-ব্যাক। উত্তেজনায় ঠাসা ওই ঘটনাবহুল লড়াইয়ে সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপের বিরুদ্ধে একটি ফাউল ধরায় রেফারি রিকার্দো দে বুর্গোস বেনগোচেয়ার ওপর ক্ষুব্ধ হন রুডিগার ও তার সতীর্থরা। বেঞ্চ থেকে তেড়ে গিয়ে স্প্যানিশ রেফারির দিকে একটি বস্তু ছুড়ে মারেন রুডিগার। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেটি ছিল বরফের টুকরো।ওই আচরণের জন্য রুডিগারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। তারপরও রাগে ফুঁসছিলেন এই জার্মান ডিফেন্ডার। পরে এই ফুটবলার ক্ষমা চাইলেও বড় ধরনের শাস্তি হয়তো এড়াতে পারবেন না। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) আচরণবিধি অনুযায়ী, ১০১ ধারায় শাস্তি পেলে চার থেকে ১২ ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন তিনি। এই ধারায় রেফারিদের প্রতি ‘হালকা সহিংসতার’ কথা বলা হয়েছে। শাস্তি হতে পারে আরও কঠিন। যদি ১০৪ ধারায় শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে তিন থেকে ছয় মাস নিষিদ্ধ হতে পারেন রুডিগার। রেফারিকে ‘শারীরিক আক্রমণের’ কথা বলা হয়েছে এই ধারায়।অন্য সব টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়া রেয়াল মাদ্রিদের ঘরোয়া ফুটবলে শিরোপা সম্ভাবনা টিকে আছে কেবল লা লিগায়। সেখানেও অবশ্য শিরোপাভাগ্য তাদের হাতে নেই; ৩৩ রাউন্ড শেষে বার্সেলোনার থেকে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

সুপার কাপে সেমিফাইনালে মোহনবাগান বনাম গোয়া ম্যাচ,কখন-কোথায় দেখবেন!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সুপার কাপের সেমিফাইনালে মোহনবাগান-গোয়া হাইভোল্টেজ লড়াই ফ্রীতে কোথায় দেখবেন? কলিঙ্গ সুপার কাপ ২০২৫-এর প্রথম সেমিফাইনালে ৩০ এপ্রিল, বুধবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট মুখোমুখি। কলিঙ্গ সুপার কাপ ২০২৫ এর প্রথম সেমিফাইনালে ৩০ এপ্রিল, বুধবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট মুখোমুখি হবে এফসি গোয়ার। ম্যাচটি বিকেল ৪৩০ টায় শুরু হবে। ঘরোয়া ফুটবলে ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলা মোহনবাগান কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। অন্যদিকে এফসি গোয়া পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তে বোর্হা হেরেরা এবং মোহাম্মদ ইয়াসিরের গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। এই ম্যাচে দুই দলের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোহনবাগানের তরুণ দল কেরালার পূর্ণ শক্তির দলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করেছে। সাহাল আব্দুল সামাদ এবং সুহেল ভাটের গোল তাদের জয় নিশ্চিত করেছে। আইএসএল-এর লিগ পর্বে মাত্র ১৬ গোল হজম করা মোহনবাগানের প্রতিরক্ষা সুপার কাপেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। দীপক তাংড়ির নেতৃত্বে এই দল তাদের আক্রমণাত্মক ফুটবল দিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখেছে। তবে এফসি গোয়ার অভিজ্ঞ আক্রমণ তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে।এফসি গোয়া তাদের প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। ইকের গুয়ারোতক্সেনা টুর্নামেন্টে তিন গোল করে শীর্ষে রয়েছেন। নোয়া সাদাউই দলের আক্রমণে মূল শক্তি। আইএসএল-এ মোহনবাগানের কাছে ২-০ গোলে হারলেও, গোয়া এই ম্যাচে নতুন কৌশল নিয়ে মাঠে নামবে। কোচ মানোলো মার্কেজ তার শেষ ম্যাচে শিরোপা জিততে মরিয়া। গোয়ার মিডফিল্ড এবং আক্রমণ মোহনবাগানের প্রতিরক্ষার জন্য কঠিন পরীক্ষা হবে। মোহনবাগান ইতিমধ্যে আইএসএল লিগ শিল্ড এবং কাপ জিতেছে। কলিঙ্গা সুপার কাপ জয় তাদের ট্রেবল পূর্ণ করবে। ২০২৫-২৬ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্লে-অফে জায়গা দেবে। এফসি গোয়া ২০১৯ সালে এই শিরোপা জিতেছিল। এবার তারা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। মোহনবাগানের তরুণ দলের গতি এবং গোয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে এই ম্যাচটি উত্তেজনায় ভরপুর হবে।শুকনো আবহাওয়ায় দিল্লির বিপক্ষে মরণ-বাঁচন লড়াই কলকাতার।মোহনবাগান বনাম এফসি গোয়া ম্যাচটি স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া, জিও হটস্টার অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে লাইভ স্ট্রিমিং উপলব্ধ হবে।

হঠাৎ মোহনবাগান সভাপতির পদ থেকে কেন ইস্তফা দিলেন টুটু বসু!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই চমক মোহনবাগানে। সোমবার, ক্লাব সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন টুটু বসু। বিদায়ী সচিব এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যদের চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।টুটুবাবুর কথায়, নিজের মনের কথা নির্দ্বিধায় সদস্যদের কাছে বলার জন্যই নাকি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে, ছেলে সৃঞ্জয় বসুর হয়ে প্রচার করবেন বলেই কি এবার সরাসরি ইস্তফা দিয়ে দিলেন স্বপনসাধন বসু তথা ময়দানের টুটু বসু? প্রসঙ্গত, সবুজ মেরুনের নির্বাচনে এবার জোরালোভাবে লড়াইতে আছেন সৃঞ্জয় বসু। এদিন টুটু বসু নিজের ইস্তফাপত্রে লিখেছেন, ত্ক্লাবের নির্বাচন যেহেতু দোরগোড়ায়, তাই সদস্যদের প্রতি আমারও কিছু বলার দরকার আছে। কোন কমিটি আসবে এবং তাতে কারা কারা থাকবেন, সেটা সদস্যরা সবাই মিলে ঠিক করবেন। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে সেই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে কোনও একটি পক্ষের হয়ে প্রচার করা উচিত নয়। কারণ,

চেয়ার বা পদের অপব্যবহার করে কখনও কিছু আমি করিনি। এবারও আমি তা করব না। তাই ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে, তা আমি নির্দ্বিধায় প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।’তবে ক্লাবের একাংশের ধারণা, আগামীদিন নিজের পুত্র সৃঞ্জয়ের হয়ে প্রচার করতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। এদিকে আবার আইএসএল জয়ের পরেই মোহনবাগানের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কআকে আবেগতাড়িত বার্তা পাঠিয়েছিলেন টুটু বসু। তবে বর্তমান ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্তকে তিনি আদৌ কোনও অভিনন্দনসূচক বার্তা পাঠিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এমনকি, সদ্য কয়েকদিন আগে পয়লা বৈশাখে ভবানীপুর ক্লাবেই বারপুজো করেছিলেন সৃঞ্জয় বসু। তবে সবুজ মেরুনের এবারের নির্বাচনের যা গতিপ্রকৃতি, তাতে দেবাশিসকে হারিয়ে সৃঞ্জয়ের মোহনবাগান সচিব হিসেবে ফিরে আসা নিয়ে ক্লাবের অন্দরে খুব একটা অনিশ্চয়তা এখনও দেখা যাচ্ছে না বলেই খবর। বাকিটা উত্তর দেবে সময়।তবে সেই আবহেই সোমবার আচমকা পদত্যাগ করলেন টুটু বসু। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, নিজের মনের কথা নির্দ্বিধায় সদস্যদের কাছে বলতে চাইছেন তিনি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। তাহলে এখন প্রশ্ন হল, ছেলে সৃঞ্জয় বসুর হয়ে প্রচার করবেন বলেই কি এবার সরাসরি ইস্তফা দিয়ে দিলেন স্বপনসাধন বসু তথা ময়দানের টুটু বসু?

দ্বিতীয় দিনের শেষে সাদমানের শতরানে ভাল করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে লিড নিল টাইগাররা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দিনটা হতে পারত পুরোপুরি বাংলাদেশের। তবে শেষ বিকেলের ছোট্ট এক ঝড়ে চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা বাংলাদেশের জন্য হলো অম্লমধুর। যা নিয়ে আক্ষেপ আছে চট্টগ্রাম টেস্টের সেঞ্চুরিয়ান ওপেনার সাদমান ইসলামের।সাদমান যখন আউট হয়ে ফেরেন, দলের রান ৩ উইকেটে ১৯৪। সেখান থেকে বাংলাদেশ একপর্যায়ে ৩ উইকেটে ২৫৯ রানে চলে যায়। তবে লেগ স্পিনার ভিনসেন্ট মাসেকেসার ৩ উইকেট ও মুশফিকুর রহিমের রানআউটে বাংলাদেশ দিন শেষ করেছে ৭ উইকেটে ২৯১ রান নিয়ে। দিন শেষে জিম্বাবুয়ের প্রথম ইনিংস থেকে বাংলাদেশ ৬৪ রানে এগিয়ে থাকলেও তাই আক্ষেপ আছে সাদমানের। বাংলাদেশ ৩টি উইকেট বেশি হারিয়েছে, সেটা না হলে লিড ১০০ রানের বেশি থাকতে পারত; টেস্ট ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করা সাদমান আজ সংবাদ সম্মেলনে যা বলেছেন, সেটার মর্মার্থ এটাই, ‘আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। আমার কাছে মনে হয়, ৩টা উইকেট বেশি হয়ে গেছে। আমরা যদি ওই উইকেটগুলো না হারাতাম, ১০০, এর বেশি লিডে থাকতাম। আমরা একটা ভালো অবস্থানে ছিলাম, কিন্তু ওখান থেকে হয়তো আমরা একটু পিছিয়ে আছি।’সাদমান আজ শুরু থেকেই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছেন। আলগা বলগুলোতে রান আদায় করতে ভুল করেননি। টেস্টে কমপক্ষে ২৫ রান করেছেন;এমন ইনিংসগুলোর মধ্যে আজই তিনি সর্বোচ্চ ৬৬.২৯ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন।সাদমান বলছেন, আলাদা পরিকল্পনা নয়, ইতিবাচক হয়েছেন ম্যাচ পরিস্থিতি দেখে, ‘এমন কোনো (ইনটেন্ট) নিয়ে ব্যাটিং করি না। অবশ্যই সুযোগ এলে বাউন্ডারি মারার চেষ্টা করি। কখন কীভাবে খেলতে হয়, মাঠে বল যে রকম আসে, মেরিট অনুযায়ী খেলি।’সাদমান ও এনামুল হকের সৌজন্যে ৩৩ ইনিংস ও ২৮ মাস পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে ১০০ রানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। এনামুল ফেরার ম্যাচে

করেছেন ৩৯ রান।সাদমানের মুখে প্রশংসা শোনা গেছে এনামুলেরও, ‘উনি অনেক অভিজ্ঞ, সিনিয়র খেলোয়াড়। আমরা তো দেখেছি উনি সব সময়ই রান করে থাকেন। আজকে যে রকম শুরু করেছিলেন, খুব ভালো অবস্থায় ছিলেন, ভালো করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আউট হয়ে গেছেন।’বাংলাদেশ এখনো দলীয় সংগ্রহে ১০০ রানের বেশি যোগ করতে চায় বলে জানিয়েছেন সাদমান, ‘আমাদের মিরাজ আর তাইজুল ভাই আছে, অবশ্যই যদি ওরা ভালো একটা জুটি গড়ে, আরও ১০০-এর বেশি রান আসে, আমাদের জন্য ভালো। আশা করি, ভালো জুটি হলে আমরা খুব এগিয়ে থাকব।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। নিউ সপ্রাটিভা লেজার প্রিন্টারস, উত্তরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,৭১৩২১৩, কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at New Saprativa Lesser Printers , Uttarpally, Benachity, Durgapur - 713213.
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com